CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 August, 2024 ■ আগরতলা ১৪ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ২৯ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে

আদর্শ রাজ্য গড়ে তোলার প্রায়স : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট ।। ত্রিপুরাকে আদর্শ রাজ্যরূপে গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। আগামী প্রজন্মকে এক সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। আজ আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত ”হর ঘর তিরঙ্গা” অভিযানের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত বেলুন উড়িয়ে এবং সুসজ্জিত ভারতমাতার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুব সমাজের কাছে স্বাধীনতার মাহাত্ম্য তুলে ধরা প্রয়োজন : বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। রাজ্যে এসে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ গ্রহন করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন বনমালীপুর যুব মোর্চার উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এক তিরঙ্গা র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন বিপ্লব দেব। তিনি বলেন, স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে যুব মোর্চার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বর্তমানের যুবসমাজের কাছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী এবং স্বাধীনতা দিবসের মাহাত্ম্য তুলে ধরা প্রয়োজন। তাদের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আরও তথ্য জানানো প্রয়োজন। এদিন শহরে আয়োজিত তিরঙ্গা র‍্যালিতে অংশ গ্রহন করেছেন সাংসদ।

এরপরই তিনি চলে গেছেন বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে। সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয়ের উল্লাসে অংশ গ্রহন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে হাসিনার বার্তা

প্রিয় দেশবাসী
আসসালামুয়ালাইকুম

ভাই ও বোনেরা, ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। একই সাথে আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা, আমার তিন ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেনেন্ট শেখ জামাল, কামাল ও জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, আমার ছোট ভাই যার বয়স মাত্র ১০ বছর ছিল শেখ রাসেলকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আমার একমাত্র চাচা মুক্তিযোদ্ধা পঙ্গু শেখ নাসের, রাষ্ট্রপতির মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জামিল উদ্দিন, পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে।শ্রদ্ধা জানাই মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মনি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, কৃষি মন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব সারনিয়াবাদ, তাঁর ১০ বছরের ছেলে আরিফ ১৩ বছরের মেয়ে বেবি, ৪ বছরের নাতি সুকান্ত, ভাইয়ের ছেলে মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক শহীদ সারনিয়াবাদ, ভাগ্নে রেন্টু সহ অন্যান্য অনেককে নির্মমভাবে ভাবে হত্যা করে। ১৫ই আগস্ট যারা শাহাদাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয়

কর্মী সমর্থকদের ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। ৯৭ শতাংশ আসন নিয়ে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়লাভ করেছে বিজেপি দল। বাকি ৩ শতাংশ আসনে জয়লাভ করার জন্য কাজ করতে হবে। আরো অনেক কাজ বাকি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। পাশাপাশি বিজেপি দলের উপরে ভরসা রাখার জন্য রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যের সবকটি নির্বাচনেই রাজ্যের মানুষ বিজেপিদলকে আশীর্বাদ করছেন। তাদের উপর ভরসা রাখছেন। তাই লোকসভা, বিধানসভা এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বিজেপির জয় অব্যাহত রয়েছে। জনগন বিজেপির উন্নয়নমূলক কাজগুলো লক্ষ্য করছেন। আগামী নির্বাচনগুলোতেও এই জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার আহবান জানান তিনি দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপর। পাশাপাশি তিনি প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচন

জবরদখল করে নিয়েছে বিজেপি সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। ত্রিপুরায় সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সংগঠিত হলে বিজেপির ২০ শতাংশ আসনেও জয়লাভ করা অসম্ভব ছিল। কারণ, পঞ্চায়েতের আসনগুলি জবরদখল করে নিয়েছে বিজেপি। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রকাশিত ফলাফল জনগণের রায় নয়। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আগামীদিনে লড়াই আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক অভিজিৎ খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ আগস্ট।। উদয়পুরে শিক্ষক অভিজিৎ দে কে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উদয়পুর কল্যাণ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে কল্যাণ সংঘের সদস্যরা অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডের এর মূল অভিযুক্ত তথা মাস্টার মাইন্ড শংকর কর্মকারকে আটক করে। পরে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশকে খবর দিলে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ক্লাব সদস্যদের কাছ থেকে শংকর কর্মকারকে আটক করে ও গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে শিক্ষক অভিজিৎ দে কে

পিটিয়ে হত্যা করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হল বাম ছাত্র যুব সংগঠন। এদিন প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় চারটি বাম ছাত্র যুব সংগঠন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অফিস সিল নিয়ে বিআরওকে দায়ী করলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট।। জমি অধিগ্রহণের টাকা না মিটিয়ে দেওয়ায় সিপাহীজলা অতিরিক্ত জেলা শাসকের আওতাধীন জমি অধিগ্রহণ সংগৃহীত অফিস সিল করে দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন সিপাহীজলা জেলা শাসক সিদ্ধার্থ এস জয়সয়াল। তিনি বলেন, বিআরও কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল জমির বকেয়া টাকা ল্যান্ড ইকুয়েশন কালেক্টর এর নিকট জমা করার জন্য। আদালত দুই মাসের সময় সীমা বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু আদালতের সময়সীমা বিআরও মেনে নেয়নি। বিআরও বিলগুলি জমা করেনি। তাই আদালতের রায়ে সেই অফিস কক্ষগুলি সিল করে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, সিপাহীজলা ডিএম অফিসটি যে জমির উপর নির্মিত হয়েছে সেই জমির মালিককে জমির মূল্য ৫ কোটি টাকা এখনো দেওয়া হয় নি। বর্তমানে যে জায়গায় সিপাহীজলা জেলার ডিএম অফিসটি অবস্থিত সেই জায়গার প্রকৃত মালিক অনিল প্লেন্টেশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি। জমির মূল্য না পেয়ে অনিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৫৭ ▫ ১৪ আগস্ট ২০২৪ ইং ▫ ২৯ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কমিউনিস্ট নেতৃত্বের হতাশা বাড়িতেছে

সর্বশেষ ত্রিপুরার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে কমিউনিস্টদের বিপর্যয় আরো চরম আকার ধারণ করিয়াছে। শাসক দল নির্বাচন কে প্রহসনে পরিণত করিয়াছে দাবি করিয়া রাজনৈতিক ফায়দা তুলিবার চেষ্টা করিলেও কার্যত সেই প্রয়াস কোন কাজে আসিতেছে না। দীর্ঘকাল ক্ষমতার মসনদে বিচরণ করিয়া কমিউনিস্ট নেতারা আরামে আশে দিন কাটাইয়াছেন। তাহারা ভাবিতেন হয়তো ক্ষমতার অলিন্দে কেউ আসিতে পারিবে না। কিন্তু ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কমিউনিস্টদের সেই গর্বচূর্ণ করিয়া বিজেপি ক্ষমতাসীন হইয়াছে। ২০২৩ সালের নির্বাচনেও বিজেপি রীতিমতো প্রাধান্য বজায় রাখিয়া ক্ষমতার আসন দখল করিয়াছে। দোষারোপের রাজনীতি করিয়া বামেরা নিজেদের কলঙ্কমুক্ত পরিবার প্রয়াস নিলেও শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় গোটা দেশেই কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিতেছে।

দেশের সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থী গুলির সাফল্য আসে নি। শোচনীয় হার হইয়াছে ত্রিপুরা ,পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায়। সংশয়ে প্রকাশ কারাট, ডি রাজার মত শীর্ষ বামপন্থী নেতারা। ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে সামান্যতম আশা নাই। কেরালায় যথেষ্ট নরবড়ে অবস্থায় অস্তিত্বের সংকটেই বামেরা।

২৪ এর লোকসভায় ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে পন্থীরা সব আসনেই পরাজিত হন। উলটে বঙ্গে ৪০ আসনে লড়ে মুর্শিদাবাদেই পিএম প্রার্থী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিমের জমানত বাঁচাইতে পারিলেও ২৯ আসনে দলের জমানত বাজেয়াপ্ত হয়। নির্বাচন নিয়ে তাই সিপিএমের অন্দরে সংশয় বাড়িতেছে, এবারের লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম ও সি পি আই আসন বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল কেরালা, তামিলনাড়ুতেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ডবল ভিজিটি ছুঁইতে পারিল না। সিপিএম এর পলিটব্যুরো মুর্শিদাবাদে মহম্মদ সেলিমের জয় নিয়া আশাবাদী ছিল। এমনকি পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনার আশা পোষণ করিয়াছিলেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ। কিন্তু সিপিএমের সেই আশা বাস্তবায়িত হয়নি। ইন্ডিয়া জোটের শরিক
হইলেও কমিউনিস্ট নেতারা দলের সাফল্য নিয়া খুব আশাবাদী ছিলেন না। পশ্চিমবঙ্গে বামেদের পরিস্থিতি বর্তমানে তুলনায় সামান্য ভাল হইলেও তৃণমূলের মেরুকরণের রাজনীতির সামনে লড়িয়া জয়ের সম্ভাবনা তাহাদের নাই। তাই ২৬ এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বাম দলগুলির আশা
নাই। সিপিএমের একাংশ্য চলমান বিজেপি তৃণমূলের মেরুকরণের জনীতির কারণে তাহারা চিন্তিত। এই মেরুকরণের রাজনীতি রুখিয়া দিয়া বিধানসভা নির্বাচনে বাম দলগুলি আবার স্ব মহিমায় সামনে চলিয়া আসিবে এমন আশায় গুড়েবালি। পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা হতচ্ছাড়া। এবার কেরালায় নিজেদের দুর্গ। তাহাতে এখন থেকেই আসরে নামিয়াছেন কারাত, ইয়েচুরি সহ বাম শীর্ষ নেতারা। কেরায়ালয় কংগ্রেসের সঙ্গে প্রধান লড়াই হইলেও বিজেপির আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনায় চিন্তিত শিবির। কংগ্রেসও তাহার রাজনৈতিক সমর্থন কাজে লাগাইতে মরিয়া। উদ্ভূত পরিস্থিতি কমিউনিস্ট নেতাদের রীতিমতো ভাবাইয়া তুলিতেছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইতেছে যে তাহারা যেন রাজনীতিতে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিতেছেন।

আর জি কর কাণ্ডে মমতা ব্যানার্জি নিশ্চয়ই দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন, মত সাংসদ সুপ্রিয়া সুলের

মুম্বই, ১৩ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে বাংলা-সহ গোটা দেশ। দোষীদের শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবারও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন চিকিৎসকরাও। প্রতিক্রিয়া আসছে রাজনৈতিক মহল থেকেও।

আর জি কর কাণ্ড নিয়ে মঙ্গলবার এনসিপি (এসসিপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে বলেন, দেশ জুড়ে এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে এবং আমরা সেগুলির নিন্দা করি... আমার বিশ্বাস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন এবং ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার পরিবার দ্রুত বিচার পাবে। আমরা এই ঘটনায় আমাদের মেয়েকে বাঁচাতে পারিনি, কিন্তু এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে।

আর জি করের ঘটনায় অপরাধীদের যেভাবে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে তা দুঃখজনক : সুধাংশু ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী। মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছেন, 'কলকাতার ঘটনায় অপরাধীদের যেভাবে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা দুঃখজনক। যেভাবে (আর জি কর) অধ্যক্ষকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অন্য কোনও কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে পুনর্নিযুক্ত করা হয়েছে, তা বাংলা সরকারের সুরক্ষাই দেখায়।'সুধাংশু ত্রিবেদী আরও বলেছেন, 'এটি বাংলা সরকারের করা তদন্ত নিয়ে সন্দেহের জন্ম দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রিন্সিপালের প্রতি সহানুভূতিশীল, টিএমসি সরকারের কাছে আমার সোজা প্রশ্ন হল, কেন এত দিন সময় দেওয়া হচ্ছে। এটা কি ম্যানিপুলেশনের জন্য? সন্দেশখালির ঘটনায় আমরা তা দেখেছি। তদন্ত কেন দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থার (সিবিআই) কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে না?'

হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পিছনে হাত নেই আমেরিকার : হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ১৩ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশে অশান্তি সৃষ্টি ও তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার পিছনে রয়েছে আমেরিকার হাত। ভারতে এসে ঘনিষ্ঠ মহলে নাকি এমনটাই জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যদিও তাঁর মা সেই কথা বলেননি বলে জানিয়েছেন পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়। তবে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে দেরি করেনি আমেরিকা।সোমবার (স্থানীয় সময় অনুযায়ী) সাংবাদিক বৈঠকে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব কারিন জেন পিয়েরে জানিয়েছেন, 'এই ঘটনার পিছনে আমরা জড়িত নই। মার্কিন প্রশাসনের জড়িত থাকা নিয়ে যে কোনও প্রতিবেদন বা গুঞ্জন সম্পূর্ণ মিথ্যা, একদমই সত্য নয়। বাংলাদেশের মানুষ নিজেরাই নিজেদের পছন্দ বেছে নিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, সেখানকার সরকারের ভবিষ্যৎ দেশের মানুষই নির্ধারণ করবেন। এটাই আমাদের অবস্থান। তাই এমন কোনও অভিযোগ করা হলে আমি এখানে যা বলেছি, সব সময়ই তা বলব, এটা একদমই সত্য নয়।'

গঙ্গার উৎস সন্ধানে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

১. গঙ্গার উৎস সন্ধানে- কবি 'গঙ্গার উৎপত্তি' শীর্ষক কবিতায় দেখিয়েছেন কীভাবে হিমালয়ের গোমুখ থেকে গঙ্গা তার সহস্র তরঙ্গকে একত্রে মিলিয়ে উৎপন্ন হয়ে এসেছে। হরিদ্বারে কীভাবেই বা সমতলে পতিত হয়েছে সেই গঙ্গা। কবির কথায় গঙ্গার উৎপত্তি "ব্রহ্মা কমণ্ডলে/জাহ্নবী উথলে/পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।" এই কমণ্ডলুতে কীভাবে জল এলো? কবি লিখলেন, "বিন্দু বিন্দু বারি/পড়ে সারি সারি/ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী।" এই বারিরাশি গগনে গগনে গভীর গর্জন করে ভীম কোলাহলে মহাবেগে নেমে আসছে। নেমে আসছে রজত-কায়ায় বায়ু বিদারিত করে। যেখান থেকে এই বারিরাশি আছড়ে পড়ছে তা যেন ভূধর-শিখরের মুকুট; তা যেন সলিলরাশি সজ্জিত হিমানী-আবৃত হিমাদ্রি শির! তা যেন অনন্ত গগনে রজত-বরণ স্তম্ভ। এরই চারিদিকে স্তূপাকার ধবল ফেনা। এই গিরিচূড়ার চারিদিক আবৃত হয়ে আছে হিমানীর গুঁড়ো। হিমানী থেকে সলিলকণা খসে খসে পড়ছে। হিমাদ্রীতে বইছে এমন সহস্র ধারা। পাহাড়ে পাহাড়ে আছড়ে পড়ছে তারই তরঙ্গ। এই মহাবেগে ত্রিলোক আতঙ্কে কেঁপে উঠছে।

কবি হেমচন্দ্র লিখছেন, 'ছুটিল গর্বেতে/গোমুখী পর্বতে/তরঙ্গ সহস্র একত্রে মিলি।/গভীর ডাকিয়া/আকাশ ভাঙিয়া/পড়িতে লাগিল পাষাণ ফেলি।" তারপর পালকের মতো পর্বত ছিঁড়ে, বাঁধ ভেঙে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, তরঙ্গ ছুটিয়ে, অসংখ্য কেশরী-নাদ ডেকে, বক্রাকার বেগে ধেয়ে আসছে স্রোতঃ স্তম্ভ। যোজন অন্তর নীচে সেই জলস্তম্ভ পতিত হচ্ছে। তৈরী হচ্ছে সাদা ফেনরাশি। তার তরঙ্গ নির্গত জল প্রকৃতপক্ষে হিমানীর চূর্ণ, হিমরাশি আবৃত। গঙ্গার চিত্রিত রূপ যেন জলধনু। কবি লিখছেন,"শত শত ক্রোশ/জলের নির্ঘোষে/দিবস রজনী করিছে ধ্বনি;/অধীর হইয়া/প্রতিধ্বনি দিয়া/পাষাণ খসিয়া পড়ে অমনি।"

এরপর দেখা যায় হরিদ্বারে নেমে এসেছে গঙ্গার বিমল ধারা; তার শ্বেত সুশীতল জল। পৃথিবী সেই পবিত্র জলে আনন্দে বিভোর। মর্তবাসী সেই পতিত পাবনীর জয়ধ্বনি দিচ্ছে, "অবনীমণ্ডলে/সে পবিত্র জলে/হইল সকলে আনন্দে ভোর;/জয় সনাতনী/পতিত পাবনী/ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।"

২. গঙ্গার মূর্তি ভাবনা- রামনগরে কাশীরাজের ভবনে শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত গঙ্গার মূর্তি স্থাপিত আছে। এই মূর্তিটিকে বিষয়বস্তু করে হেমচন্দ্রের একটি কবিতা 'গঙ্গার মূর্তি'। সে মূর্তি শ্বেতবরণা, সে মূর্তি শ্বেতভূষণা। মূর্তির বদনমন্ডলে চন্দ্রবিভাস। দেবী শান্ত-নয়না, শান্ত -বদনা, প্রসাদ প্রতিমা। দেবীর ওষ্ঠ-অধরে হিঙ্গুল রাগ। তাঁর শঙ্খ লাঞ্ছিত শুভ্র কণ্ঠ। মূর্তির চতুর্ভুজ এইরকম, "দক্ষিণ বামেতে/উর্ধ দ্বিভুজ/স্বর্ণ কমল তায়,/অধঃ দুই ভুজে/দক্ষিণ বামেতে/করতলে ধৃত বর অভয়।" দেবীর চরণ- প্রতিমা রক্ত-রাজীবের মত। দেবী শুভ্র মকরে আসীনা, "রক্ত-রাজীব/ চরণ-প্রতিমা/শুভ্র মকরে আসীনা সুখে,/ শান্ত-নয়না/ শান্ত-বদনা/ প্রসাদ-প্রতিমা শরীরে মুখে!"

এরপরই প্রশ্ন তুলেছেন কবি। দেবী কী এই মর-ভবনে বসে আমাদের অভয় বর দেবেন? দেবী কী জীয়ন্ত-জীবনে আমাদের পরাণের জ্বালা জুড়াতে পারবেন? মানুষের ব্যথা কী তার হৃদিতেও ব্যথা জাগাবে? যদি জাগিয়েই থাকে, তবে তার এত প্রশান্ত মুখ কেন? মানুষের কলুষে তাপিত দুখ কী দেবতার পরাণে প্রবেশ করবে? শমন ডাকবার আগেই, পরাণ-পাখী উড়বার আগেই কবি জানতে চাইছেন দেবী মূর্তির কাছে, কীভাবে পাপের পীড়নের পরেও ধরাতে রয়েছেন তিনি! কিন্তু তবুও দেবী নিদয়, নিরুত্তর, মৌন, পাষাণ, অসাড়, অচেতন।

কবি বলছেন, যদি তিনি মৃতই হবেন, তবে তার মুখমন্ডলে কেন এত লাবণ্য? কেন জীবন-চন্দ্রমা? কেন সর্ব অঙ্গে রাকা? হতাশ কবি তাই লিখছেন, "হায় রে পাষাণী, /পারিতাম যদি/দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ,/জানিতে তা হ'লে/এ ভবমণ্ডলে/কিবা সে পার্থিব মানব-রাজ!"

৩. গঙ্গার প্রবাহ- 'গঙ্গা' কবিতায় হেমচন্দ্র এক জীবনগঙ্গার চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। গঙ্গার বয়ে চলার পথে নানান উদ্ভিদ বৈচিত্র্য, নানান প্রাণিবৈচিত্র। "শাল, পিয়াল, তাল, /তমাল, তরু, রসাল,/ব্রততী — বল্লরী- জটা-/ সুলোল- ঝালর- ঘটা"। জলে পানিবক, মীনরাশি। জলের কোলে শঙ্খ, শুক্তি নিয়ে বেগবতী এই গঙ্গা। গঙ্গা প্রবাহ পথে শশধর-জ্যোৎস্নায় স্নাত হয়। চারিদিকে পরিমল, বায়ুগন্ধ।

গঙ্গার বিস্তৃত ধারার সঙ্গে ধরণীও যেন দুধারে নিবিড় রঙ্গে চলেছে। প্রফুল্ল করেছে নানান উদ্ভিদ ও কৃষিক্ষেত্র। ঘাটে ঘাটে ফুল ফোটে "বট, বেল, নারিকেল,/শালি- শ্যামা- ইক্ষু — মেল,/অরণ্য, নগর, মাঠ,/গবাদি -রাখাল- নাট"। গঙ্গার প্রবাহের পথে হর্মপটের মত মন্দির-দেউল-মঠ। গঙ্গার প্রবাহে নগর পল্লীর সুখ। ধবল ধীর তরঙ্গস্রোতে ভেসে চলে বাণিজ্য-বেসাতি-পোত। গঙ্গার বুকে খেলা করে তরি-ডিঙ্গা-ডোঙ্গা-ভেলা। কবি লক্ষ্য করেছেন তবুও কোথায় যেন মহাভারতের সঙ্গে বঙ্গ চিত্রের প্রভেদ। যেখানে কবি বলছেন, "পবিত্র তোমার জল,/ পবিত্র ভারত-তল;/সর্ব দুঃখবিনাশিনী, /সর্ব পাপসংহারিণী"; যেখানে তাঁর কাব্যে গঙ্গা পতিতপাবনী, পুণ্যতোয়া, বিষ্ণুপদী; যেখানে গঙ্গার তিলোদক অমৃত বলে গায়ে ঢাললে দেহাঞ্জন মুক্ত হয়, মুক্ত হয় সর্বপাপ; যেখানে গঙ্গা ত্যাগ-শিক্ষা-পুণ্যফলের কথা বলে; যে গঙ্গার পরহিত-চিন্তা-ব্রত; সেই গঙ্গাই যখন বঙ্গপথে বয়ে চলে, তখন তাঁর নরনারী যেন জীবন - সঙ্গীত - হীন! "জীবন-সঙ্গীত-হীন নরনারী বঙ্গে!/সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে গঙ্গে?" কবি আশা প্রকাশ করে বলেছেন বঙ্গের চিন্তার সদর্থক ধারা যেন গঙ্গার ধারার সঙ্গেই প্রবাহিত হয়! ঘুচে যায় এই বঙ্গ-চিত্তের কারা। গঙ্গার প্রবাহে যে সামগ্রিক জীবের বসবাস, তাদের যেন দেবী উদ্ধার করেন! "বঙ্গের চিন্তার ধারা, ঘুচুক চিত্তের কারা/উদ্ধার-উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে!/কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী/গঙ্গে?" *সৌজন্যে বার্তা টুডে*

পবিত্র লিপির অন্বেষণে

কৌশিক মজুমদার

হারিয়ে যাওয়া ভাষা- প্রায় তিন হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিসরীয়রা প্রথম ভাষার একটি লিখিত রূপ আবিষ্কার করে। পশুপাখি, দেব---দেবীর ছবি দিয়ে তৈরি সেই অপূর্ব সুদর্শন ভাষা মিসরীয় মন্দিরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিত কয়েক গুণ। মন্দিরের দেয়ালের এই লিপিকে গ্রিকরা নাম দিয়েছিল হায়ারোগ্লিফিকা বা পবিত্র লিপি। পরে হায়ারোগ্লিফিক নামেই লিপিটি বেশি পরিচিত হয়। কিন্তু রোজকার কাজকর্ম চালাতে এই লিপি নিতান্তই অসুবিধাজনক ছিল (সবাই তো আর আঁকতে পারে না!)। তাই মিসরীয়রা অপেক্ষাকৃত সহজ সংকেত দিয়ে একটি লিপি ব্যবহার শুরু করল, যার নাম হেরাটিক। আরও পরে ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ হেরাটিক আরও সহজ রূপ নেয়। এই লিপির নাম ডেমোটিক বা জনপ্রিয়। একটা কথা মনে রাখতে হবে, হায়ারোগ্লিফিক, হেরাটিক বা ডেমোটিক কিন্তু একই ভাষার বিভিন্ন রূপ। সহজে বুঝতে গেলে কম্পিউটারে বিভিন্ন ফন্টে (Font) ইংরেজি লেখার মতো। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে নিজেদের রোজকার জীবনে মিসরীয়রা এই তিন লিপিকে ব্যবহার করত নিয়মিত। এমনকি ৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত একটি মন্দিরের দেয়ালের হায়ারোগ্লিফিক প্রমাণ করে, যিশুর জন্মের প্রায় ৪০০ বছর পরও এই লিপি বহাল তবিয়তে বিরাজমান ছিল। খ্রিষ্টীয় ৫০০ শতক নাগাদ চার্চের প্রতিপত্তি প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। তাঁরা প্রাচীন হায়ারোগ্লিফিককে সরিয়ে নতুন এক লিপি২৪ বর্ণমালার কোপ্টিক, চালু করেন। এই কোপ্টিকের কোপে পড়ে মাত্র ১০০ বছরের মধ্যে হায়ারোগ্লিফিক অচ্ছুত এবং অবশেষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হয়ে পড়ে। প্রাচীন ফারাওদের সঙ্গে বর্তমানের যোগাযোগের শেষ মাধ্যমটুকু কালের গহ্বরে হারিয়ে যায়। এককালে গোটা মিসরবাসী যে লিপিতে মনের ভাব প্রকাশ করত, ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ সে লিপি হয়ে গেল দুর্বোধ্য ও অদ্ভুত সাংকেতিক এক ভাষা।

রশীদ শহর থেকে উদ্ধার করা সেই বিখ্যাত রোজেটা স্টোন। এই শিলাতে একই বক্তব্য গ্রিক, ডেমোটিক ও হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে খোদাই করা ছিলউইকিমিডিয়া

মজার কথা, এই শিলাতে একই বক্তব্য পরপর তিন ভাষায় খোদাই করা ছিলগ্রিক, ডেমোটিক ও হায়ারোগ্লিফিক। এগুলোর মধ্যে একমাত্র গ্রিকই ঝরঝর করে পড়ে নেওয়া যাচ্ছিল। দেখেই পণ্ডিতদের মাথায় একটা মতলব আসে।

ফিনিক্স পাখির জীবন- হায়ারোগ্লিফিক হারিয়ে গেল, হাজার বছরের ওপর একে ভুলে রইল পৃথিবীর মানুষ। সপ্তদশ শতকে পোপ পঞ্চম সিক্সটাস ঠিক করলেন, রোম শহরকে নতুনভাবে সাজাবেন। মিসর থেকে বিশাল সব অবিলিস্ক নিয়ে সাজানো হলো নগরটিকে। সেখানে হায়ারোগ্লিফিকসে নানা লেখা পোপের চোখে পড়ল। প্রথমে সেগুলো ছবি ভাবলেও পরে বুঝলেন সেটা ভাষা। যথারীতি পণ্ডিতেরা চশমা এঁটে বসে পড়লেন এর সমাধান করতে। শুরুতে ভেবেছিলেন সবাই, বড়জোর মাস ছয়েক লাগবে। ধীরে ধীরে দেখা গেল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। আসলে প্রথম থেকেই সবাই একটা ভুল করে যাচ্ছিলেন। হায়ারোগ্লিফিকের প্রতিটা ছবি যে আসলে একেকটি চিহ্নমাত্র (A– B কিংবা ক, খ-এর মতো), সেটা তাঁরা কিছুতেই মানতে চাইছিলেন না। প্রতিটি ছবিকে আলাদা আলাদা করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলেন এবং ব্যর্থ হচ্ছিলেন। আদিম মানুষেরা গুহাগাত্রে যেসব অর্থপূর্ণ ছবি আঁকতেন, তারই কাছাকাছি কিছু একটা হবে বলে মনে করে তাঁরা গবেষণা চালাতে থাকেন। মজার কথা, এই আন্দাজে ঢিল মেরেও অনেকে দাবি করেছেন যে তাঁরা হায়ারোগ্লিফিক উদ্ধার করেছেন। ১৬৫২ সালে জার্মান পুরোহিত অ্যাথেনাসিয়াস কিরচার Edipus aegyptiacus নামে একটা হায়ারোগ্লিফ ডিকশনারিই লিখে বসলেন। তাতে বিভিন্ন লিপির তিনি অনুবাদ করেন (কীভাবে করেন, তার ব্যাখ্যা না দিয়ে)। সে এক মজার অনুবাদ। একটি লিপির অনুবাদ করে তিনি লেখেন, 'দ্য বেনিফিটস অব দ্য ডিভাইন ওসিনস আর টু বি প্রাউড বাই মিনস অব স্যাকরেড সেরিমনিস...' ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে তা ছিল ফারাও এপ্রিসের বংশতালিকা মাত্র। কিরচারের অনুবাদ পড়ে এখন আমাদের যতই হাসি পাক না কেন, মনে রাখতে হবে, হায়ারোগ্লিফিক নিয়ে প্রথম সিরিয়াস চর্চা এই কিরচারই শুরু করেন। কিরচারের ডিকশনারির পর ১০০ বছরের বেশি কেটে গেছে। হায়ারোগ্লিফিক প্রায় সিন্ধু সভ্যতার লিপির মতো অসমাধানযোগ্য মেনে নেওয়া হয়েছে। এমন সময় ১৭৯৮ সালের গ্রীষ্মে নেপোলিয়ন মিসর দখল করলেন। সত্যি বলতে, এই অভিযান না হলে আদৌ হায়ারোগ্লিফিক উদ্ধার করা যেত কি না, সন্দেহ।

নেপোর কীর্তি- মিসরের অভিযানকারী দলের সঙ্গে নেপোলিয়ন সেনাবাহিনী ছাড়াও একদল প্রত্নতাত্ত্বিক আর পণ্ডিত নিয়ে আসেন। তাঁদের কাজই হলো মিসরের যা কিছু চোখে পড়ে তার ছবি আঁকা, ম্যাপ বানানো, মাপামাপি করা আর তথ্য সংগ্রহ। এভাবেই একটা প্রাচীন মন্দিরগাত্রের ভেঙে পড়া দেয়াল চোখে পড়ে তাঁদের। অন্য যেকোনো শিলালিপির থেকে এ লিপির এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম ছিল। ১৭৯৯ সালে পাওয়া এই পাথরের খণ্ডটি পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত শিলালিপি।

প্রাচীন ফারাওদের সঙ্গে বর্তমানের যোগাযোগের শেষ মাধ্যমটুকু কালের গহ্বরে হারিয়ে যায়। এককালে গোটা মিসরবাসী যে লিপিতে মনের ভাব প্রকাশ করত, ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ সে লিপি হয়ে গেল দুর্বোধ্য ও অদ্ভুত সাংকেতিক এক ভাষা।

রোজেটা শহরের (আসল নাম রশিদ। পশ্চিমাদের কাছে তা রোজেটা নামে পরিচিত) কাছে জুলিয়েন দুর্গ থেকে পাওয়া এই পাথর আজও বিখ্যাত 'রোজেটা স্টোন' নামে। মজার কথা, এই শিলাতে একই বক্তব্য পরপর তিন ভাষায় খোদাই করা ছিলগ্রিক, ডেমোটিক ও হায়ারোগ্লিফিক। এগুলোর মধ্যে একমাত্র গ্রিকই ঝরঝর করে পড়ে নেওয়া যাচ্ছিল। দেখেই পণ্ডিতদের মাথায় একটা মতলব আসে। এই গ্রিক ভাষার সাহায্যেই দুষ্পাঠ্য হায়ারোগ্লিফিক উদ্ধারের চেষ্টা করা যাক! রোজেটা স্টোনকে হায়ারোগ্লিফিক উদ্ধারের একমাত্র চাবিকাঠি ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কায়রোর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে। তাঁরা এই পাথর নিয়ে গবেষণা শুরু করতে না করতেই ফরাসি সৈন্যরা ইংরেজদের কাছে পরাস্ত হয়ে পিছু হটতে লাগল। রোজেটা স্টোনকে নিজেদের কবজায় রাখতে তারা সেটিকে কায়রো থেকে সরিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে আসে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, ইংরেজদের হাতে ফরাসিদের পরাজয়ের পর পারস্পরিক শর্ত অনুযায়ী কায়রোর পুরাতত্ত্বগুলোই শুধু ফরাসিরা পায়, আলেকজান্দ্রিয়ার পুরাতত্ত্ব চলে যায় ইংরেজদের দখলে।

ফলে ১৮০২ সালে ১১৮ সেন্টিমিটার লম্বা, ৭৭ সেন্টিমিটার চওড়া আর ৩০ সেন্টিমিটার পুরু কালো ব্যাসল্ট পাথরে খোদাই করা রোজেটা স্টোনটিকে পোর্টসমাউথ বন্দর থেকে ছপ্পছ ইজিপশিয়ান জাহাজে চাপিয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আজও সেটি সেখানেই আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গবেষণা করে বুঝলেন, ১৯৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে খোদিত এই পাথর মিসরের ফারাও টলেমির আমলে তাঁরই পুরোহিতদের নির্দেশে খোদাই করা। ছত্রে ছত্রে টলেমির নানা গুণগান ও রাজাকে আশীর্বাণী। এবারে হায়ারোগ্লিফিক ও ডেমোটিকে যেহেতু একই কথা লেখা, তাই পণ্ডিতেরা ভাবলেন, এবার খুব সহজে হায়ারোগ্লিফিক উদ্ধার হবে।

কিন্তু তাতে তিনটি কঠিন বাধা ছিল। এক, রোজেটা স্টোন অক্ষতভাবে পাওয়া যায়নি। গ্রিক ভাষায় ৫৪ লাইন (শেষ ২৬ লাইন পাওয়া যায়নি), ডেমোটিক ভাষায় ৩২ লাইন (প্রথম ১৪ লাইন পাওয়া যায়নি) আর হায়ারোগ্লিফিকের অবস্থা সবচেয়ে খারাপমাত্র ১৪ লাইন (তা-ও অসম্পূর্ণ) পাওয়া গিয়েছিল। ফলে উদ্ধারের কাজ বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, হায়ারোগ্লিফিক ও ডেমোটিকে যে ভাষা রয়েছে, সেই প্রাচীন মিসরীয় ভাষাও অবলুপ্ত হয়ে গেছে প্রায় ৮০০ বছর আগে। ফলে সে ভাষা জানা না থাকলে লিপির অর্থ করা অসম্ভব। কিরচারের ভূত তখনো পণ্ডিতদের মাথায় চেপে। হায়ারোগ্লিফিকের প্রতিটি বর্ণকে চিহ্ন না ধরে প্রতিটি বর্ণকে আলাদা আলাদা মানে করতেই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। ফলে রোজেটা স্টোন উদ্ধারের পরও হায়ারোগ্লিফিকের রহস্য উদ্ধার বিশ বাঁও জলেই পড়ে রইল।

ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে, এটি গোটা লিপিতে বেশ কয়েকবার এসেছে। ইয়ং ধারণা করলেন, এটি নিশ্চয়ই মহান কোনো ব্যক্তির নাম। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে স্বয়ং ফারাও টলেমির নাম।

ইংরেজ বনাম ফরাসি

প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হায়ারোগ্লিফিক উদ্ধারে যিনি উদ্যোগী হলেন, তিনি বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রতিভা টমাস ইয়ং (ডাবল স্লিট পরীক্ষার মাধ্যমে আলোর তরঙ্গধর্ম প্রমাণ করেন এই বিজ্ঞানী)। ১৭৭৩ সালে সমারসেটে জন্ম। মাত্র ২ বছর বয়স থেকেই ঝরঝর করে বই পড়তে পারেন, ১৪ বছর বয়সে গ্রিক, লাতিন, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়, হিব্রু, শ্যালডিন, সিরিয়াক, সামারিটান, আরবি, পারসি, তুর্কি ও ইথিওপিক ভাষায় সুপণ্ডিত। পরবর্তীকালে অসামান্য গণিততত্ত্ব, পদার্থবিদ্যার ইয়ং মডিউলাসের জনক...আর কত বলব। এহেন টমাস ইয়ংয়ের কানে রোজেটা স্টোনের কথা এল। যেকোনো প্রতিভাধর মানুষের মতো তিনিও উদ্যোগী হলেন হায়ারোগ্লিফিক উদ্ধারে। ১৮১৪ সালে ওয়ার্থিংয়ে ছুটি কাটাতে গিয়ে তিনি সঙ্গে করে রোজেটা স্টোনের লিপির একটা কপিও নিয়ে গেলেন। ইয়ং খেয়াল করলেন, হায়ারোগ্লিফিকে লেখার মাঝেমধ্যেই কিছু লিপির চারদিকে গোল করে দাগ দেওয়া। ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে, এটি গোটা লিপিতে বেশ কয়েকবার এসেছে। ইয়ং ধারণা করলেন, এটি নিশ্চয়ই মহান কোনো ব্যক্তির নাম। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে স্বয়ং ফারাও টলেমির নাম। কারণ, গ্রিক লিপিতে বহুবার তাঁর নাম টলেমিয়াস উল্লেখিত। এবার নাম যেহেতু কমবেশি সব ভাষাতেই একইভাবে উচ্চারিত হয়, ইয়ং সেই কটি লিপির (যাকে তিনি নাম দেন কার্তুজ, যেহেতু গোল করে ঘেরা থাকায় তাদের বন্দুকের টোটার মতোই লাগত) উদ্ধারে মন দেন। কার্তুজটি দেখতে ছিল ওপরের ছবির মতো।

ইয়ং এটি ব্যাখ্যা করেন। পরে দেখা গেছে, তিনি ৫০ শতাংশ ঠিক ছিলেন উচ্চারণ অনুযায়ী লিপি স্থাপনে এবং ১০০ শতাংশ ঠিক ছিলেন এই ধারণায় যে হায়ারোগ্লিফিকের প্রতিটি লিপি একেকটি চিহ্নমাত্র, তার থেকে বেশি কিছু নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার, ইয়ং এই গোটা ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিলেনই না, বরং এই লিপির উদ্ধারকে 'অবসর বিনোদনের মজা' বলে উল্লেখ করে ১৮১৯ সালে এ নিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে ছোট্ট একটা প্রবন্ধ লিখে রণে ভঙ্গ দিলেন।

ছোট্ট সেই প্রবন্ধ চোখে পড়ল ফ্রান্সের বছর তিরিশের এক নব্য যুবকের। জঁ ফ্রাঙ্কোয়িস সাপোলিনোঁ। হায়ারোগ্লিফিকের প্রতি তাঁর ভয়ানক এক ঘোর লাগা ভাব ছিল। ১৮০০ সালে, যখন তাঁর ১০ বছর বয়স, তিনি জঁ ব্যাপতিস্তে ফুরিয়ারের সংস্পর্শে আসেন। ফুরিয়ার ছিলেন নেপোলিয়নের সেই মিসরীয় দলের সদস্য। তাঁর থেকে মিসরের ফারাও, অজানা ভাষা ইত্যাদির কাহিনি শুনে তিনি সেই কচি বয়সেই স্থির করেন, তাঁকে এ ভাষার অর্থ উদ্ধার করতেই হবে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর লেখা পেপার 'ইজিপ্ট আন্ডার দ্য ফারাও' তাঁকে আকাদেমি অব গ্রিনোবেলের সদস্যপদ দেয়, সঙ্গে অধ্যাপক পদও। ইয়ংয়ের মতো তিনিও প্রায় ১৮টি ভাষায় পণ্ডিত হয়ে ওঠেন, যার মধ্যে সংস্কৃতও ছিল। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একমুখীহায়ারোগ্লিফিক উদ্ধার করা। এতটাই তিনি নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন যে রাস্তায় গুজব শোনেন কোনো এক আলেকজান্দার লিওনেয়ার নাকি হায়ারোগ্লিফিক উদ্ধার করেছেন। এ খবরে তিনি এতটাই চমকে যান যে রাস্তাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের যাত্রাপথে আজকের এই দিনটি সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে: উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট : দেশের রাজধানী আজ ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ বাইক র‍্যালির উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে জাতীয় গর্ব ও সর্বজনীন চেতনার এক উৎফুল্লপূর্ণ প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেছেঊ স্বাধীনতা ও একতার চেতনায় দেশব্যাপী ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ উদযাপনে শামিল হওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে হাজার হাজার জনতা এই র‍্যালিতে যোগ দেন।

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় আজ সকালে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপম থেকে এই ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ বাইক র‍্যালির সূচনা করেন। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশটি মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে শেষ হয়। “হর ঘর তিরঙ্গা” অভিযানটি “আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে”র অংশঊ দেশজুড়ে প্রতিটি বাড়িতে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

আয়োজনটি বিকশিত ভারতের অভিযাত্রায় এক মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন উপরাষ্ট্রপতিঊ কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, শুধুমাত্র স্বাধীনতা দিবসের উদযাপনই নয়, আমাদেরকে একসঙ্গে বেঁধে রাখা একতা ও শক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যও এই আয়োজন।

অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সাংসদ মীনাক্ষী লেখি, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী মনসুখ এল. মান্ডব্য, অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী কে. রামমোহন নাইডু সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেছেন, দেশের আসন্ন ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছেঊ ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের যাত্রাপথে আজকের এই দিনটি সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেঊ আমি আজ শক্তিতে পরিপূর্ণ ও প্রাণবন্ত গণমাধ্যমকে দেখতে পাচ্ছি। তারা জাতির মেজাজ ও এই সময়ের চেতনাকে প্রতিফলিত করে।

আজকের দিনটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হর ঘর তিরঙ্গা একটি অভিযান, যা স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অংশ। ২০২১ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে জনগণকে ত্রিবর্ণ পতাকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উত্তোলন করতে উৎসাহিত করার জন্য এই অভিযানের সূচনা হয়েছিল। এখন এটি একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তারপর থেকে কোটি কোটি মানুষ তাঁদের বাড়িতে প্রতি বছর ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করে চলেছেনঊ আর আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, আগামী ১৫ই আগস্ট এই ক্ষেত্রে একটি নতুন রেকর্ড তৈরি হবে। প্রতিটি বাড়িতে একটি করে পতাকা উত্তোলিত হবে।

দেশবাসী, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল, মানুষের চেতনায় দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা এবং ভারতের জাতীয় পতাকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। নাগরিকদের জাতীয় চেতনায় সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। বিগত দশকে ভারত যে সাফল্য অর্জন করেছে, যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি আমরা দেখেছি, সেজন্য বিশ্বের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রশংসা করেছে। সাধারণ মানুষের কাছে যে সুবিধাগুলি পৌঁছেছে, তাতে রাষ্ট্রীয় চেতনা আমাদের সকলকে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ করে।

‘হর ঘর তিরঙ্গা’ আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের গর্ব এবং উন্নত ভারতের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রতীক। যা সবসময় ইঙ্গিত দেয় যে, এই শতাব্দী ভারতের শতাব্দীঊ আর তা কেন হবে না! কয়েক বছর আগে যেখানে অর্থনীতি নিয়ে ভারত বিশ্বের উদ্বেগের বিষয় ছিল, সেখানে আজ আমরা বিশ্বের তৃতীয় পরাশক্তি হওয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছিঊ আর আজ আমরা পঞ্চম স্থানে রয়েছি।

আমাদের পতাকা আমাদের ভারতীয়ত্বের প্রতীক। আমরা ভারতীয়। ভারতীয়ত্ব আমাদের পরিচয়। ভারত আমাদের রক্তে রয়েছে। ভারতীয়ত্বের কিছু চ্যালেঞ্জ আমাদের অস্তিত্বের জন্য চ্যালেঞ্জঊ আর আমাদের সংকল্প হচ্ছে, আমরা সর্বদা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকার সম্মান, গর্ব এবং সম্মানকে উঁচুতে রাখব।

ত্রিবর্ণ আমাদের আরও একটি জিনিস শেখায় এবং সংকেত প্রদান করে যে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সর্বাগ্রে আমাদের দেশ। দেশের স্বার্থের উর্ধ্বে কোনও জাতীয় স্বার্থ থাকতে পারে না। গোটা দেশ এটা বুঝতে পেরেছেঊ কিন্তু কিছু মানুষ তাতে বিলম্বিত করছেন। কেউ কেউ জাতীয় স্বার্থকে রাজনৈতিক লাভের উর্ধ্বে রাখছেন না। আমি দেশের প্রত্যেক নাগরিককে আহ্বান জানাব যে, যেখানে জাতীয় স্বার্থ রয়েছে, সেখানে রাজনৈতিক লাভকে পিছনে রাখতে হবে। জাতীয় স্বার্থের বিষয়ে ঐকমত্য থাকা আবশ্যিক, কারণ ত্রিবর্ণ পতাকা এটিই থেকে আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

আমি আপনাকে সেই দিনটির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিঊ আমি দুবার সেই জায়গায় গিয়েছি। ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বোচ্চ সেনানায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, যাঁর নামে আমরা পরাক্রম দিবস শুরু করেছি, যাঁর মূর্তি কর্তব্য পথকে শোভিত করে, তিনি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ শাসনের সময় প্রথমবার ভারতের পতাকা উত্তোলন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা সবাই সেই মুহূর্তটিকে লালকেল্লায় অনুভব করেছি।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা দেখেছি, যাঁরা দেশের জন্য বলিদান দিয়েছেন, তাঁদেরকে আমরা আমাদের হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছি। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব-এ আমরা সেইসব মহান ব্যক্তিত্বদের স্মরণ করেছি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন ও যুদ্ধে যারা আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে দেশের প্রতিটি কোণ থেকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যে আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান সর্বদা রয়েছে, তা প্রদর্শিত হয়েছে।

বিরসা মুন্ডাজিকে কে ভুলতে পারে? এত অল্প বয়সেই তিনি দেশের জন্য কী করেননিঊ এখন তাঁর নামে যখন জনজাতি দিবসের নামকরণ করা হয়, তখন পুরো দেশে খুশির ঢেউ বয়ে গেছে। বর্তমানে আমাদের আনন্দ অপরিসীম। যে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে ও আমাদের আশেপাশের দেশকে সতর্ক করে, তারা আমাদের সাফল্যকে একটি উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপনা করে যে, ভারত আজ বিশ্বের শান্তির সবচেয়ে বড় বার্তাবাহক। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের গতি সম্পর্কে ভারতের কাছ থেকে শিখুন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই কথাগুলো বলছে।

আমরা এখন আর কোনও প্রতিশ্রুতি বা সম্ভাবনাপূর্ণ জাতি নই; তার চেয়ে এগিয়ে আমরা আজ এমন একটি জাতিতে পরিণত হয়েছি, যে উত্থান এর আগে কখনও হয়নি। আর আমাদের এই উত্থান অপ্রতিরোধ্য। আমাদের এই উত্থান ২০৪৭ সালে আমরা যখন আমাদের স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করব, তার আগে না হলেও তার মধ্যে আমাদেরকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবে।

আমি প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে আবেদন জানাতে চাই যে, এই ম্যারাথন অভিযাত্রায় আপনিও একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারঊ আর আজকের এই বাইক র‍্যালি, যে র‍্যালির সূচনা করার সুযোগ আজ আমি পেয়েছি, এটি সেই অভিযাত্রারই একটি অংশঊ এটি সারা দেশে ঘটবে, এবং তা বছরের পর বছর আরও গতি অর্জন করবে।

বন্ধুগণ, সাথিগণ ও দেশবাসী, আমাদের উন্নয়নের যে তীব্র গতি, তাতে আমরা পারমাণবিক গতিতে এগিয়ে চলেছি। কেউ কেউ এটা বুঝতে পারেন না; তাঁরা বাধা সৃষ্টি করতে চান, অস্থিতিশীলতা আনতে চান। তাঁরা ভাবছেন যে, ভারত যদি এই গতিতে এগোতে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই বিশ্বগুরু হয়ে উঠবে। যারা এই বাধা সৃষ্টি করে, তারা যে কোনও জায়গা থেকে উদ্ভূত যে কোনও তথ্যই সত্যি বলে মনে করে। আমি দেশবাসীকে সতর্ক করতে চাইঊ আমি নাগরিকদের এই ধরনের ক্ষতিকর পরিকল্পনা সহ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ভারতকে অস্থিতিশীল করা, যাতে আমাদের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।

আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক ভারতীয় আজকের এই দিনে সংকল্প নেবেন। আর এই সংকল্প হবে যে, দেশবিরোধী সমস্ত শক্তিকে দমন করা হবেঊ আর তা হবেই। প্রতিটি বাড়ির ত্রিবর্ণ পতাকা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে এবং ভারতের বিরোধী শক্তিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করতে অনুপ্রাণিত করে।

প্রত্যেক নাগরিকের কাছে আমার আবেদন, সব পরিস্থিতিতে, তা সে ব্যক্তিরই হোক, রাজনীতিরই হোক, সমাজেরই হোক, দেশের স্বার্থকে সর্বাগ্রে রাখতে হবে। আমাদের দেশের শত্রুদের পরাজিত করতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবেঊ আর যারা এই অভূতপূর্ব উন্নয়নকে হজম করতে পারছে না, তাদেরকে পথ দেখাতে হবে, তাদের হাত ধরে তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করাতে হবে এবং তাদেরকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি কত অসাধারণ। আমাদের রাষ্ট্রের পটভূমি এতটাই শক্তিশালী যে বিশ্বের কোনও দেশই এর সমতুল্য হতে পারে না।

আমি আজ শুধুমাত্র তেরঙ্গা র‍্যালির সূচনা করছি না; এটি আমাদের স্বাধীনতার শতবর্ষ উপলক্ষে উন্নত ভারতের জন্য ম্যারাথন অভিযাত্রার অংশ। আমি তার সূচনা করছি। আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাইঊ আপনারা ভারতীয়ত্বের শপথ নিয়ে এই বিষয়টি প্রত্যেক বাড়িতে, প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিনঊ আর নিজেকে ও পরিবার, সমাজ, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদেরও আশ্বস্ত করুন। প্রতিটি বাড়িতে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করুন। গর্বের সঙ্গে এই সংকল্প নিয়ে উত্তোলন করুন যেন এর গৌরব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে কোনো পরিস্থিতিতেই আমাদের পতাকা যেন উঁচু হয়ে থাকে।

মঙ্গলবার আগরতলায় কর্পোরেটর রত্না দত্তের উদ্যোগে তিরঙ্গা র‍্যালি আয়োজিত হয়।

“চিকিৎসকেরা যেন পরিষেবা বন্ধ না করেন”, সাংবাদিক সম্মেলনে আর্জি স্বাস্থ্যসচিবের

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডে চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জেরে দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার আবেদন করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। মঙ্গলবার তিনি বিষয়টি ধিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন স্বাস্থ্যভবনে।

তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ড তোলপাড় ফেলেছে গোটা দেশেই। কর্তব্যরত অবস্থায় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে জুনিয়র চিকিৎসকদের টানা কর্মবিরতি প্রভাব ফেলছে চিকিৎসা পরিষেবায়। সরকারি হাসপাতালগুলির আউটডোর, এমারজেন্সি বিভাগও প্রায় বন্ধ। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে রোগীদের। এই অবস্থায় রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে তৎপর হল রাজ্য সরকার।

স্বাস্থ্যসচিব বলেন, “আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা রাজ্যজুড়ে বহু হাসপাতালে কর্মবিরতি জারি রেখেছেন। সিনিয়র ডাক্তারেরা হাসপাতালগুলির বহির্বিভাগ এবং জরুরি পরিষোবা ও জরুরি বিভাগের চাপ সামলাচ্ছেন। আমরা রোগীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাচ্ছি কিছু কিছু হাসপাতালে জরুরি বিভাগে যথাযথ পরিষেবা না পাওয়ার।

জুনিয়র ডাক্তারদের কাছে আমাদের আবেদন, যেহেতু রাজ্য সরকার এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত করতে বদ্ধপরিকর এবং তার প্রমাণও ইতিমধ্যেই দিয়েছে, তাই চিকিৎসকেরা যেন রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার কাজ বন্ধ না করেন। বৃহত্তর জনস্বার্থ এবং মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে তাঁরা যেন দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক করেন।

তিনি বলেন, “আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে যা ঘটেছে, তার কড়া ভাষায় নিন্দা করছে রাজ্য সরকার। আমরা এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। কলকাতা পুলিশ কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টির তত্ত্বধান করছেন। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরে প্রথম দিনেই যথাযথ তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে নিশ্চিত করা হচ্ছে আমরা অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করব। নিহত মেয়েটির বাবা-মাকে নিয়মিত তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। পুলিশের তৎপরতায় ঘটনার ১২ ঘণ্টার মধ্যে মূল অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এই তদন্ত প্রক্রিয়া আমাদের দেখা দ্রুততম তদন্তগুলির মধ্যে একটি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁদের নিশ্চিত করে এসেছি যে, ওই ঘটনার যথাযথ তদন্ত হবে এবং অপরাধীরা শাস্তি পাবে। কলকাতা পুলিশ কমিশনারও আন্দোলনকারী ডাক্তারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন রবিবার। তাঁদের তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানিয়েছেন। আন্দোলনকারীরাই ওই দাবি করেছিলেন।

কলেজের অধ্যক্ষ এবং সুপারকেও বদলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার বোঝাতে চেয়েছে, এই নৃশংস ঘটনায় তারা আন্দোলনকারীদের পক্ষে রয়েছে। যদিও তার পরেও রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালগুলিতে রোগী পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে।”

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের বহির্বিভাগে হঠাৎ কাউন্টার বন্ধে উত্তেজনা

মুর্শিদাবাদ, ১৩ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন সকাল থেকে বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য রোগীদের টিকিট দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কয়েকজন জুনিয়র চিকিৎসক এসে কাউন্টার বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ। ফলে বিপাকে পড়েন দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবারগুলি। এমন হয়রানির জন্য চরম ক্ষুব্ধ রোগীরা।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউটডোরে রোগীদের চিকিৎসার জন্য টিকিট দেওয়া হচ্ছিল। প্রায় ২০০টি টিকিট দেওয়ার পর আচমকাই বন্ধ হয়ে যায় কাউন্টার। রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, সকাল ৯টা নাগাদ কয়েকজন জুনিয়র চিকিৎসক এসে টিকিট কাউন্টার বন্ধ করে দিতে বলেন। তাতেই টিকিট দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল।

দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের দাবি, আগে থেকে জানা থাকলে তাঁরা আউটডোরের চিকিৎসা করাতে আসতেন না। হঠাৎ করেই কেন এভাবে টিকিট দেওয়া বন্ধ হল? এই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। এ নিয়ে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতালে।

প্রসঙ্গত, আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের যৌন হেনস্থা ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতি মঙ্গলবারও অব্যাহত। জেলাস্তরের হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলিতে পরিষেবা প্রায় বন্ধ। সোমবারের পর মঙ্গলবারও একই পরিস্থিতি।

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে বন্ধ জরুরি বিভাগ—সহ চিকিৎসা পরিষেবা

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর—কাণ্ডে প্রতিবাদে সুর চড়ালো মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসকরা। আন্দোলনের শুরু থেকেই শুধুমাত্র জরুরি বিভাগের পরিষেবাতে সহযোগিতা করছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এবার জরুরি বিভাগের পরিষেবাও বন্ধ করে দেন তাঁরা। রোগীদের ভোগান্তি শুরু হতেই অধ্যক্ষ জানান, সমস্ত সিনিয়র চিকিৎসকদের তৎপর হতে বলেছি।

আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তার খুনের ঘটনায় সঠিক তদন্ত ও দোষীর চরম শাস্তির দাবি করে আন্দোলন আরও খানিকটা জোরালো করে তোলেন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা। কয়েকদিন ধরেই তারা বিক্ষোভ দেখান মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সামনে।

মোমবাতি মিছিল করেছেন। তখন শুধুমাত্র জরুরি বিভাগের পরিষেবাতে সহযোগিতা করছিলেন তারা। অন্যান্য পরিষেবা থেকে সরে গিয়েছিলেন। সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলন করে জুনিয়র চিকিৎসকরা জানায় ’অন্যান্য পরিষেবার সঙ্গে জরুরি পরিষেবা থেকেও আমরা সরে দাঁড়াচ্ছি। তবে জরুরি বিভাগ খোলা থাকবে। প্রশাসন চাইলে সিনিয়র চিকিৎসক দিয়ে পরিষেবা দেওয়া হবে। যতক্ষণ না এই ঘটনায় সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন আমাদের জারি থাকবে।’ মঙ্গলবার সকালেও তা অব্যাহত। কাজ করতে কোনও ভাবেই রাজি নয় জুনিয়র চিকিৎসকরা। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন হাসপাতালের সুপার।

বিজেপিকে তোপ অতিশীর, সিসোদিয়ার মুক্তি উদযাপন করবে এএপি

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র তীব্র আক্রমণ শানালেন আম আদমি পার্টির নেত্রী তথা দিল্লির মন্ত্রী অতিশী। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশী বলেছেন, ’গত দুই বছর ধরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এএপি-র নেতৃত্বাধীন দিল্লি সরকারকে হয়রানি করতে কোনও খামতি রাখে নি। এএপি-র নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল।’অতিশী আরও বলেছেন, ’তাঁরা এক টাকাও দুর্নীতি খুঁজে পায়নি। তা সত্ত্বেও, এএপি সরকারের সমস্ত বড় নেতাদের জেলে ঢোকানো হয়েছিল। সেই সময়ে যারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তাঁদের মিথ্যা মামলায় জেলে ঢোকানো হয়েছিল। প্রতিটি স্বৈরচারী শাসক বিরোধীদের চুপ করার জন্য জেলে পুরেছে। বিজেপি ভেবেছিল, তাঁরা এই ধরনের স্বৈরাচারী কাজ করে এএপি-কে ভেঙে দেবে। কিন্তু তাঁরা তা করতে সফল হয়নি। অবশেষে সত্যের জয় হল এবং মণীশ সিসোদিয়া জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। সত্যের জয় উদযাপন করতে, এএপি ’’সত্যমেব জয়তে’’ ডিপি প্রচার শুরু করছে। মঙ্গলবার থেকে এএপি-র সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে ’’সত্যমেব জয়তে’’ ডিপি প্রচার শুরু হয়েছে।’

চার মিনিটে শেষ স্বাস্থ্যসচিবের ঘোষিত সাংবাদিক বৈঠক

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকেও সাংবাদিকদের প্রায় কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিলেন না রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। বদলে স্বাস্থ্যভবনে হাজারো প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করে গেলেন তিনি।

পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কম বেশি একই কথা বলে চার মিনিটেরও কিছু কম সময়ে বৈঠক শেষ করে চলে গেলেন স্বাস্থ্যসচিব। এই অতি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনেকে এমনও বলছেন, বৈঠকে যা বলেছেন স্বাস্থ্যসচিব, তার অধিকাংশ কথাই ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে। ঘটনা ঘটার চার দিন পরে এই সাংবাদিক বৈঠক তবে কেন ডাকলেন স্বাস্থ্যসচিব?

বিবৃতি পাঠ শেষ হলে স্বাস্থ্যসচিবকে প্রশ্ন করা হয়, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বদলি নিয়ে। যদিও তার জবাব এড়িয়ে যান স্বাস্থ্যসচিব। বিষয়টিকে ‘বিচারাধীন’ বলে উল্লেখ করে মন্তব্য না করার পর বাকি প্রশ্নেরও জবাব দেননি নারায়ণ।

আগের অধ্যক্ষকেই ন্যাশনাল মেডিক্যালের দায়িত্বে পুনর্বহাল

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): অজয়কুমার রায়কে ন্যাশনাল মেডিক্যালের দায়িত্বে পুনর্বহাল করা হল। মঙ্গলবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন।

আর জি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ৪ ঘণ্টার মধ্যেই সন্দীপ ঘোষকে ন্যাশনাল মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পদে বসিয়েছিল স্বাস্থ্যভবন। যা নিয়ে এদিন ডাক্তারি ছাত্রী খুনের মামলার শুনানিতে সন্দীপ ঘোষ কতখানি প্রভাবশালী তা নিয়ে প্রশ্ন একাধিক প্রশ্ন তোলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

আদালতের ধমকের পরেই ১৫ দিনের ছুটির আবেদন ডা: সন্দীপের

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): আদালতের ধমক খেয়ে অবশেষে ছুটির আবেদন করতে বাধ্য হলেন আর জি কর মেডিক্যালের পদত্যাগী অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যভবনে ১৫ দিনের ছুটির আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এদিন বেলা ৩ টের মধ্যে ছুটির আবেদন না করলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট।

কীভাবে পদত্যাগের চারঘণ্টার মধ্যে নতুন পদে নিয়োগ? কেনই বা তাঁর বয়ান রেকর্ড হয়নি? এমনই একাধিক প্রশ্ন তোলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, “কেন ওনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন? কিছু একটা মিসিং আছে। আজ বিকাল তিনটের মধ্যে সন্দীপ ঘোষকে বলুন ছুটির আবেদন করে লম্বা ছুটিতে যেতে। নাহলে আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেব।”

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তভ নায়েক জানিয়েছেন, “আদালতের নির্দেশ আমরা হাতে পাইনি।

কিন্তু সন্দীপ ঘোষ নিজেই ছুটির আবেদন করেছেন। আমরা সেটা আলোচনা করে দেখছি।”

প্রসঙ্গত, লাগাতার বিক্ষোভের জেরে সোমবার আর জি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষের পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন সন্দীপ ঘোষ। অধ্যক্ষের পাশাপাশি এদিন সন্দীপ ঘোষ অধ্যাপক হিসেবেও পদ ছাড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর ইস্তফা গৃহীত হয়নি। স্বাস্থ্যভবনের তরফে তাঁকে ন্যাশনাল মেডিক্যালের প্রিন্সিপাল পদে বহাল করার কথা জানানো হয়।

বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজের ছাত্রীবাসে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! ছড়ালো চাঞ্চল্য

বাঁকুড়া, ১৩ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি, এরই মধ্যে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের লেডিজ হোস্টেল দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যর অভিযোগ! মঙ্গলবার ভোররাতে লেডিজ হস্টেলের দেওয়াল টপকে মুখে কালো কাপড় বেঁধে অনায়াসেই ভেতরে ঢুকে পড়ে এক দুষ্কৃতী। আর তাতেই নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা হস্টেল জুড়ে। এই ঘটনায় ফের লেডিস হস্টেলের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নের মুখে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ।বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে লেডিজ হস্টেলের দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। লেডিজ হস্টেলে এক দুষ্কৃতী ঢুকে পড়ার ঘটনায় ভেতরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, ভোররাত আড়াইটে নাগাদ এক দুষ্কৃতী মুখে কালো কাপড় বেঁধে পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ে হস্টেল চত্বরে। বিষয়টি নজরে আসতেই এক আবাসিক ছাত্রীর চিৎকারে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতী। এরপরেই ডিউটি থাকা গার্ডের নজরে আনা হলেও গার্ড কোনও ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ। ওই চিকিৎসকের দাবি, এরপরই ওই অনুপ্রবেশকারী দুষ্কৃতীকে ফলো করার পাশাপাশি অন্যান্য চিকিৎসকদের এবং মেডিকেল কলেজের সুপারকে বিষয়টি জানানো হয়। ক্যাম্পাসের পিছনের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ার পর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই দুষ্কৃতীর।

২২ আগস্ট বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক কংগ্রেসের, উঠলো সেবি চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবি

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): আগামী ২২ আগস্ট বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিল কংগ্রেস। সেবি চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবি তুললো কংগ্রেস। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, ’সমগ্র দেশে ২২ আগস্ট জাতীয় স্তরের একটি বিশাল আন্দোলন হবে। আমরা সেবি চেয়ারম্যানকে পদ থেকে অপসারণের দাবিতে প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অফিস ঘেরাও করব।’মঙ্গলবারের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক প্রসঙ্গে কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, ’আমরা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক, ইনচার্জ এবং পিসিসি সভাপতিদের একটি বৈঠক ডেকেছি। আমরা এই মুহূর্তে দেশে ঘটে চলা সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারিগুলির মধ্যে একটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি-হিন্ডেনবার্গের উদ্ঘাটন, আদানি এবং সেবি সম্পর্কিত কেলেঙ্কারি। আমরা সর্বসম্মতিক্রমে এই ইস্যুতে দেশব্যাপী আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, দু”টি দাবিতে, একটি হল আদানি মেগা কেলেঙ্কারির জেপিসি তদন্ত, যেখানে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে জড়িত এবং যেখানে আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রণ এখন গুরুতরভাবে আপস করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।’

আর জি কর-কাণ্ডে ক্রমেই জোরদার হচ্ছে দ্বিতীয় অপরাধীর উপস্থিতির প্রশ্ন

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): নির্যাতিতার শরীর জুড়ে আঘাতের চিহ্ন। দু গাল, গলা, ঠোঁটে আঘাত। থাইরয়েড কার্টিলেজ থেঁতলে দেওয়া, ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন। যৌনাঙ্গ থেকে প্রায় দেড়শো গ্রাম দেহরসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে! আর জি কর মেডিক্যালে চিকিৎসক খুনের ঘটনায় ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। বোঝাই যাচ্ছে বৃহস্পতিবার রাতে কী ভয়াবহ অত্যাচার হয়েছিল তাঁর উপর। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, সেখানে কি আরও কেউ ছিল? নেপথ্যে কি আরও কারও হাত রয়েছে? ক্রমেই জোরদার হচ্ছে এই প্রশ্ন।

এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ একটি ভাইরাল অডিও পোস্ট করেছিলেন। সেখানে দুই ব্যক্তির কথোপকথনে এক কণ্ঠকে দাবি করতে শোনা যায়, “পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যেরকম আঘাত আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়। কমপক্ষে দুই বা তিন জন। অনুমান করছি এটা ইন্টার্নের কাজ ... যথেষ্ট রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। তাঁর পরিবারের সদস্যরাও যথেষ্ট উচ্চপদস্থ। ঠিক আছে। নাম নিতে পারব না। কারণ নিলে আমারই সমস্যা হয়ে যাবে।” আরও এক আন্দোলনকারী চিকিৎসকের দাবি, কিছু রাঘব বোয়ালকে আড়াল করার জন্য কিছু চুনোপুঁটি মারা হচ্ছে।

আর জি করের হাড় হিম করা ঘটনায় পুলিশ এখনও অবধি একজনকে গ্রেফতার করেছে। সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়। কিন্তু, এখানেই প্রশ্ন উঠছে, ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয়ের পক্ষে কি একা এই ঘটনা ঘটানো সম্ভব? এই রিপোর্ট থেকে বহু চিকিৎসক সহযোগীরই ধারণা, এই ঘটনা একজনের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কাঠবাদামের ক্ষীর

বাঙালির মিষ্টি প্রেম চিরন্তন। উতব-অনুষ্ঠানে হোক কিংবা মনখারাপ মিষ্টিতেই লুকিয়ে আছে ভাল থাকার মন্ত্র। তবে শরীরের কথাও তো ভাবতে হবে। ইদানীং অনেকেই ডায়াবিটিসে ভুগছেন। ফলে মিষ্টি খাওয়া একেবারে বন্ধ। তবু মিষ্টি খেতে যাঁরা ভালবাসেন, সে স্বাদ ভুলে থাকা সম্ভব নয়। অনেকেই কৃত্রিম চিনি দিয়ে তৈরি মিষ্টি খান।

তবে দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে! তবে স্বাস্থ্যকর মিষ্টিও কিন্তু আছে। কাঠবাদাম দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন ক্ষীর। স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের একসঙ্গে খেয়াল রাখতে দারুণ বিকল্প এই মিষ্টি। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

খোসা ছাড়ানো কাঠবাদাম: ১/২ কাপ

ঘি: ১ চামচ

দুধ: ১ কাপ

এলাচগুঁড়ো: ৪ চামচ

চিনি: ৪ চামচ (স্বাদ অনুযায়ী পরিমাণ বাড়ানো কমানো যেতে পারে)

কেশর: ৩/৪ চামচ

প্রণালী:

ছাড়ানো কাঠবাদামগুলি জল দিয়ে ভাল করে পিষে নিন।

কড়াইয়ে ঘি গরম করতে দিন। গরম হয়ে এলে বেটে নেওয়া কাঠবাদাম কড়াইতে ঢেলে দিন। বাদামি রং না আসা পর্যন্ত নাড়তে থাকুন।

কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করার পরে তাতে দুধ ঢেলে দিন। কাঠবাদাম বাটা সিদ্ধ না হওয়া না পর্যন্ত কড়া আঁচে নাড়তে থাকুন।

মিশ্রণটি সিদ্ধ হয়ে এলে আঁচ কমিয়ে তাতে চিনি, কেশর, এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে দিন।

আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে ৪-৫ মিনিট পর নামিয়ে নিন।

বাইরে রেখে কিছু ক্ষণ ঠান্ডা করার পর ফ্রিজে তুলে দিন।

ঘণ্টা খানেক পর ফ্রিজ থেকে বার করে কেশর ছড়িয়ে পরিবেশন করুন ঠান্ডা বাদাম ক্ষীর।

শিশুর হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়েছেন? কী ক্ষতি করছেন, জানাচ্ছে গবেষণা

ইউটিউবের ভিডিয়ো বা ইনস্টাগ্রামে চলতে থাকা একের পর এক রিল শিশুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাড়ির কাজ সামাল দেন অনেক অভিভাবকই। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, কয়েক মাসের শিশুর হাতে দীর্ঘ ক্ষণ মোবাইল থাকা এবং চোখের সামনে নানা রকম জিনিস দেখার অভ্যাস, তাদের মস্তিষ্কের বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তথ্যটি জামা পেডিয়াট্রিক্স পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এক বছরের কমবয়সি শিশুরা যদি সারা দিনে ১ থেকে ৪ ঘণ্টা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে অনেক দেরি হয়। কথা শিখতেও সমস্যা হয় অনেক শিশুর। এক বছর বা তার কমবয়সি শিশুরা সারা দিন কতটা সময় মোবাইল বা এই ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রের পিছনে ব্যয় করে, সেই সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা চালানো চার বছর ধরে। ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত জাপানে ৭ হাজারেরও বেশি শিশু এবং তাদের মায়েরা এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ওই শিশুদের গতিবিধির উপর লক্ষ রাখার জন্যে তাদের মায়েদের নিযুক্ত করেন গবেষকেরা। ওই শিশুদের বয়স যখন বছর দুয়েক, তখন থেকেই তারা নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে বলেই প্রাথমিক ভাবে অভিভাবকেরা জানান।

দেখা যায়, যে সব শিশু দিনে ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় মোবাইল দেখে কাটিয়েছে, তাদের মধ্যে মস্তিষ্কের মোটর সংক্রান্ত সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করতে, সাধারণ কিছু বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেও সমস্যা হচ্ছে। গবেষকেরা বলছেন, বাচ্চাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে এবং তাদের মস্তিষ্কের সমস্ত অংশের কাজ সঠিক ভাবে পরিচালনা করার জন্যে হাতে মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমিয়ে, শারীরিক সক্রিয়তার উপর জোর দেওয়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। পাশাপাশি বেড়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম এবং পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

দক্ষিণী খাবার দোসা খাওয়া স্বাস্থ্যকর

যাঁরা দক্ষিণী খাবার পছন্দ করেন, তাঁদের কাছে দোসা খুবই প্রিয়। পুষ্টিবিদেরা বলেন, সকালের জলখাবারে দোসার মতো দক্ষিণী খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যকর। অনেকেই বাড়িতে দোসা বানানোর চেষ্টা করেন। কড়কড়ে দোসা বানানোর জন্য নির্দিষ্ট তাওয়াও কিনে আনেন, তবে বাজারের মতো স্বাদ কিছুতেই আসে না। জেনে নিন কী কী করলে বাড়িতে বানানো দোসাও হবে রেস্তরাঁর মতো সুস্বাদু।

১) সঠিক মাপ: দোসা বানানোর সময়ে বিউলির ডাল ও চাল সঠিক পরিমাণে নেওয়া ভীষণ জরুরি। ৪ কাপ চাল নিলে ১ কাপ ডাল নিতে হবে। পরিমাণ ঠিক না হলে কিন্তু দোসা ভাল হবে না। শুধু তা-ই নয়, চাল-ডাল মিক্সিতে ঘুরিয়ে ঘোল বানানোর সময়ে জলের পরিমাণ নিয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

২) বড় পাত্র বেছে নিন: চাল-ডালের মিশ্রণটি ভেজানোর সময় একটি বড় পাত্র বেছে নিন। ছোট পাত্রে বেছে নেবেন না। চাল-ডাল যেন ভাল ভাবে জল টেনে নিতে পারে, সে দিকে নজর দিতে হবে। ৩) মিশ্রণটি মজতে সময় দিন: চাল-ডাল বেটে নেওয়ার পর মিশ্রণটিকে মজতে পর্যাপ্ত সময় দিন। গরম থাকলে সূর্যের আলো আসে এমন জায়গায় অন্তত ৬ ঘণ্টা রেখে দিন, আর পরিবেশ ঠান্ডা হলে অন্তত ১২ থেক ১৫ ঘণ্টা বাটা মিশ্রণটি রেখে দিতে হবে।

পুষ্টিবিদেরা বলেন, সকালের জলখাবারে দোসার মতো দক্ষিণী খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যকর। ছবি: শাটারস্টক। ৪) মিশ্রণটি ফ্রিজে রাখবেন না: দোসার মিশ্রণটি ভুলেও ফ্রিজে রাখবেন না। ফ্রিজে রেখে দিলে দোসার মিশ্রণটি ভাল করে মজবে না, ফলে দোসায় দোকানের মতো টক ভাব আসবে না। ঘরের তাপমাত্রাতেই মিশ্রণটি রাখতে সেটি ভাল মজবে। ৫) গরম তাওয়া: দোসা বানানোর সময়ে তাওয়াটি খুব ভাল করে গরম করে নিতে হবে। গরম তাওয়ায় খানিকটা ঠান্ডা জল ছিটিয়ে ভাল করে মুছে নিন। তার পর পরিমিত মিশ্রণ নিয়ে ভাল করে তাওয়ায় ছড়িয়ে নিতে হবে, খেয়াল রাখবেন যেন দোসাটি খুব পাতলা হয়।

রান্না যদি পুড়েও যায়, ঘরোয়া টোটকায় সমাধান হবে

সদ্য রান্না শেখা কোনও তরুণী কিংবা রান্নাবান্নায় চৌখস কেউ রান্না করতে গিয়ে ভুলত্রুটি হয়েই যায়। কখনও নুন, হলুদ বেশি পড়ে যায়, কখনও ঝাল হয়ে যায়। এমন কিছু সমস্যা ঘরোয়া টোটকা কাজে লাগিয়ে সমাধান করা যায়। কিন্তু কোনও কারণে রান্না যদি পুড়ে যায়, তা হলেই মুশকিল। রান্না করা খাবার থেকে পোড়া গন্ধ দূর করা সহজ নয়। তবে অসম্ভবও কিন্তু নয়। কয়েকটি কৌশল মাথায় রাখলে পোড়া গন্ধ চলে যাবে।

ভাত

রান্না করতে গিয়ে ভুল হয়েই থাকে। তা নিয়ে ভাবলে চলে না। বরং সমস্যা হলে চটজলদি কী ভাবে সমাধান করা যায়, তার উপায়গুলি জেনে রাখা দরকার। কোনও কারণে যদি ভাত পুড়ে যায়, তা হলে এক হাঁড়ি ভাত নষ্ট করার কোনও দরকার নেই। হেঁশেলে পার্সলে পাতা, কারিপাতা, সিলান্ট্রো অনেকেরই থাকে। এই পাতাগুলি কুচি করে কেটে তলা ধরে যাওয়া ভাতের উপর ছড়িয়ে দিন। কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করলে দেখবেন ভাতের পোড়া গন্ধ দূর হয়েছে।

মাংস

শখ করে মাংসের বাহারি পদ রাঁধছেন। অন্য মনস্কতায় যদি রান্না পুড়ে যায়, তা হলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। মাংস এবং আলুর টুকরোগুলি কড়াই থেকে অন্য পাত্রে তুলে নিন। এর পর অন্য একটি কড়াইয়ে কড়া করে পেঁয়াজ ভেজে নিয়ে আলু এবং মাংস কষে নিন। পেঁয়াজের কড়া গন্ধে মাংসের পোড়া গন্ধ চলে যাবে।

তরকারি

মাছের ঝোল কিংবা অন্য কোনও তরকারি রান্নার সময়ে পুড়ে গেলে, প্রথমে রান্নার উপকরণগুলি আলাদা পাত্রে সরিয়ে নিন। এ বার ওই ঝোলের মধ্যে এক টুকরো আলু ফেলে দিন। কয়েক মুহূর্তে তরকারির পোড়া গন্ধ চলে যাবে।

রোজ ব্যায়াম করলেই ঝরবে মেদ

বাড়ি থেকে অফিসে টিফিন না এনে, বাইরের খাবার কিনে খাওয়া হোক কিংবা অফিস ফেরত চপ-মোমো-চাউমিন বাড়িতে নিয়ে যাওয়াই হোক, জীবনযাপনে নানা অনিয়ম করার সময় রয়েছে আমাদের। নেই কেবল অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরে জমে থাকা মেদকে জব্দ করতে প্রয়োজনীয় শরীরচর্চা করার সময়। ফলে শরীরের ওজন বাড়ছে হু হু করে। অল্পবিস্তর ডায়েট শুরু করলেও, ভালমন্দ খাবার দেখেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়! এই সমস্যা দূর করতে পারেন রোজ মাত্র পাঁচ মিনিট সময় খরচ করলেই। পাঁচ মিনিটের একটি অভ্যাসই মেদ জমার পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে। ভাবছেন তো, পাঁচ মিনিটের কোন ব্যায়ামে মেদ ঝরানো সম্ভব? উত্তর হল, স্কোয়াট। চেয়ারে বসার মতো করে হাঁটু ভাঁজ করে কোমর ও পিঠ সোজা রেখে দাঁড়ানোকেই স্কোয়াট বলে। এই সময় হাত দু'টো সামনের দিকে টানটান করে ছড়িয়ে দিন।

রোজ শরীরচর্চার সময় না পেলেও নিয়ম করে মিনিট পাঁচেক স্কোয়াট করুন। শরীরের অনেকটা উপকার মিলবে। স্কিপিং, দৌড়নো, হাঁটাহাঁটিতে পায়ের পেশির যে উপকার মেলে, স্কোয়াটে তার অনেকটাই পাওয়া সম্ভব। কোমর ও পায়ের পেশিকে শক্তসমর্থ করতেও স্কোয়াটের জুড়ি মেলা ভার। আর কী কী উপকার হয় স্কোয়াট করলে? রোজ শরীরচর্চার সময় না পেলেও নিয়ম করে মিনিট ১. টেস্টোস্টেরন ও গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে বিশেষ কার্যকর এই ব্যায়াম। যার জেরে পেশির বৃদ্ধি ও ভরকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়। সারা শরীরে শক্তির সমান বণ্টনের ক্ষেত্রেও বিশেষ কাজ করে এই ব্যায়াম। ২. নিয়ম করে এই ব্যায়াম করলে কথায় কথায় পেশিতে টান, গাঁটে ব্যথা, একটু দৌড়ঝাঁপেই পেশির ব্যথার মতো অসুবিধা দূর হয়। এই ব্যায়ামে শরীরের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। দেহের ভারসাম্য, গতিশীলতা সব কিছুকেই স্বাভাবিক করতে ব্যায়ামটি অভ্যাস করুন।

৩. সাধারণ হাঁটাহাঁটিতে যে পরিমাণ ক্যালোরি ঝরে, তার চেয়েও বেশি ক্যালোরি ঝরাতে পারে এই ব্যায়াম। তবে নিয়ম মেনে করলে তবেই লাভ হবে। ৪. শরীরের গঠন, পিঠ ও কোমরের আকার ও গোটা শরীরে নানা ''অ্যাবস'' তৈরি করতে স্কোয়াট একাই একশো। শুধু তা-ই নয়, শরীরে ফ্যাট নিয়ন্ত্রণ, লিপিড মেটাবলিজম, রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখা ইত্যাদিও এই ব্যায়ামের মাধ্যমে সম্ভব। ডায়াবিটিস, ওবেসিটি ইত্যাদি থেকে শরীরকে অনেকটাই দূরে রাখার ক্ষমতা রাখে স্কোয়াট।

৫. এই ব্যায়াম করলে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। হরমোন ক্ষরণ, কোষে কোষে পুষ্টিগুণ পৌঁছনোর কাজও সহজ হয়ে যায়।

চিয়া বীজের গুণেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ওজন ঝরাতে চিয়া বীজের জুড়ি মেলা ভার। বলি নায়িকা থেকে সাধারণ মানুষ ছিপছিপে হতে ভরসা রাখেন এই বীজের উপর। তবে চিয়া যে শুধু শরীরের খেয়াল রাখে, তা নয়। ত্বকের যত্নেও সমান উপকারী ওট। ত্বকের জেল্লা আনতে চিয়ার মতো উপকারী জিনিস খুব কমই রয়েছে। ব্রণর সমস্যা থেকে ব্ল্যাকহেডস চিয়ার গুণেই দূর হবে ত্বকের নানা সমস্যা।

তবে চিয়া ত্বকের যত্নে কী ভাবে ব্যবহার করবেন, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। চিয়া দিয়ে কিন্তু ভাল ফেস মাস্ক তৈরি করা যায়। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে সেগুলি কার্যকরী। মধু আর অলিভ অয়েলের ফেসপ্যাক

চিয়া বীজ জলে ভিজিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। এর পর তা জল থেকে তুলে ছেঁকে নিয়ে ওর সঙ্গে মধু আর অলিভ অয়েল ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার তা মুখে লাগিয়ে মালিশ করুন। শুকনো হলে ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন। তবে এর পর কিন্তু মুখে এক টুকরো বরফ ঘষে নিতে ভুলবেন না। এতে ত্বকের দাগছোপ দূর হবে, বাড়বে জেল্লাও।

চিয়া, লেবু আর নারকেল তেলের প্যাক

দু''চামচ চিয়া বীজ, আধ কাপ নারকেল তেল আর এক চামচ লেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিন। ২০ মিনিট রাখুন। চিয়া বীজ ফুলে উঠলে তা ভাল করে মুখে, ঘাড়ে লাগান। এর পর ১৫ মিনিট রেখে শুকনো করুন। শুকনো হয়ে গেলে ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন। নিয়মিত এই প্যাক ব্যবহার করতে পারলে মরা কোষ দূর হবে। চামড়া হবে টান টান।

চিয়া ওট আর টক দইয়ের ফেসপ্যাক

ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দতা ধরে রাখতে খুব ভাল কাজ করে এই প্যাক। চিয়া বীজ আগে জলে ভিজিয়ে রাখুন। এর পর তা জল থেকে তুলে নিয়ে তার সঙ্গে টক দই, ওট আর মধু ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার তা মুখে লাগিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে নিন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই প্যাক ব্যবহার করতে পারলে খুব ভাল।

ফুলের বাগান করার সময় কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে

নানা রঙের ফুলের গন্ধে সারা বাড়ি ম ম করবে। সকালে নরম আলো মাখানো ফুল দেখে ঘুম ভাঙবে এমন অনেক স্বপ্ন নিয়েই ফুলের বাগান করেন অনেকে। তবে বাগান করা সহজ নয়। বিশেষ করে ফুলের বাগান করা আরও কঠিন। অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা না থাকলে বাগান করা কঠিন। তবে একেবারে অসম্ভবও তো নয়। কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখলে বাগান করার অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও ফুল ফোটাতে পারবেন।

জায়গা নির্বাচন

ফুলের বাগান তৈরি করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জায়গা বাছাই করা। দিনে অন্তত ৬ ঘণ্টা রোদ আসে এমন জায়গায় ফুলের টবগুলি রাখতে হবে। সেটা ছাদ কিংবা ব্যালকনিও হতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, অতিরিক্ত রোদ যেন না পড়ে। ফুলগাছের জন্য সকালের রোদ খুব জরুরি।

মাটি

বেশির ভাগ ফুলগাছের জন্য উপযুক্ত মাটি হল দোআঁশ। এই মাটিতেই ফুলের গাছ সবচেয়ে ভাল হয়। গাছ লাগানোর আগে মাটিতে সার দিয়ে নেওয়া জরুরি। বিশেষ করে টবের ২-৩ সেন্টিমিটার উপরের দিকে। মাটি অবশ্যই ঝুরঝুরে হতে হবে। খুব ভাল হয় যদি নার্সারি থেকে মাটি কেনা যায়।

হিল জুতা পরলে পা ঘামে? রয়েছে সমাধান

হিল জুতা পরলে অনেকের পায়ে ঘাম হয়, যা বেশ অস্বস্তিকর। তবে কিছু পন্থা অবলম্বন করলে হিল জুতা পরা অবস্থায় পায়ের পাতা ঘামা রোধ করা যায়। এক্সপ্রেস ডটকো ডটইউকে'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাজ্যের হিল জুতার ব্র্যান্ড 'কায়া ক্যাপ্রিকল'য়ের প্রতিষ্ঠাতা এমজি স্মিট-এর দেওয়া পরামর্শগুলো এখানে দেওয়া হল। ডিওডোরেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া শুনতে আজব লাগলেও পায়ের গোড়ালির ঘাম কমাতে ডিওডোরেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া সহজ সমাধান হিসেবে কাজ করে। বাহুমূলের মতো গোড়ালিতেও ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করলে ঘাম কমাতে সহায়তা করে। এক স্তর ব্যবহারেই সারাদিন সতেজ থাকা যায়। ডিওডোরেন্ট নির্বাচনেরক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও হালকা প্রসাধনী বেছে নেওয়া প্রয়োজন। এতে দাগ ছোপ পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষত যারা উঁচু জুতা পরেন তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ।

হিল জুতা যেন পায়ের তুলনায় বেশি ছোট বা বড় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। একটু ফাঁকা যেন থাকে পায়ে। এমজি'য়ের মতে, "বাতাস চলাচল ঠিক রাখা আবশ্যক। অকারণেই বড় দেখায় এমন উঁচু জুতা না পরাই ভালো।" জুতার ভেতর কিছুটা ফাঁকা থাকলে কেবল ব্যথাই কমায় না বরং গোড়ালিতেও বাতাস চলাচল সহায়তা করে। ফলে গোড়ালি ঠাণ্ডা থাকে ও ঘাম মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। কখনও শক্ত ও আঁটসাঁট জুতা পরা ঠিক না। এতে গোড়ালি গরম হয়ে ওঠে এবং ঘাম হয়।

মোজা ব্যবহার অধিকাংশ উঁচু জুতার সঙ্গে মোজা পরা যায় না। তবে মোজা ব্যবহার করলে পায়ে ঘাম তুলনামূলক কম হয়। 'কোর্ট হিল' পরলে এর সঙ্গে মোজা পরা যায়। ফলে পা কম ঘামে। 'ফুট পাউডার' ব্যবহার হিল জুতার সামনের দিক খোলা বা স্যান্ডেলের মতো না হয় তাহলে এতে সামান্য পাউডার ছিটিয়ে নেওয়া উপকার করে। পাউডার ঘাম শুষে নেয় এবং আরামে থাকতে সাহায্য করে। তবে এই পদ্ধতি তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন জুতার সঙ্গে পায়ে মোজা-ধরনের কোনো লাইনিং ব্যবহার না করা হয়। আর্দ থাকা পর্যাপ্ত পানি পান ঘাম কমাতে সহায়তা করে। পানি কম পান করা বা ব্যস্ততার কারণে পানি পান করতে ভুলে যাওয়া শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে। ফলে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে ঘাম হয়। দৈনিক আট গ্লাস পানি পান ঘামের পরিমাণ কমায়। ফলে উঁচু জুতা পরার বাঁধা থাকে না। মানসিক চাপ কমানো বিশেষজ্ঞদের মতে, মানসিক চাপ থেকেও পা ঘামে। তাই ঘাম কমাতে মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন। মানসিকচাপ কমাতে যোগ ব্যায়াম বা ধ্যান কার্যকর। এগুলো দীর্ঘ মেয়াদী হিসেবে মানসিকচাপ এবং এর কারণে হওয়া পায়ের ঘাম কমাতে সহায়ক। পা ঘামার প্রবণতা থাকলে জুতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক ধরন বেছে নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বাতাস চলাচল করে, পা খোলা থাকে এমন জুতা বেছে নেওয়া উচিত। তাহলে পায়ের পাতা ঘামার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে।

টোটকায় ছাড়ানো হয়ে যাবে রসুনের খোসা

মটন বিরিয়ানি হোক কিংবা কষা মাংস, আমিষ রান্নায় ভাল মাত্রায় রসুনের ব্যবহার না করলে স্বাদ বাড়ে না। রান্না করতে ভালবাসলেও রসুন ছাড়াতে বড্ড অনীহা অনেকের। তার মধ্যে অনেকের জন্য রান্না করতে হলে রসুনের ব্যবহার অনেকটাই করতে হয়। অনেকেই সেই ঝক্কি এড়াতে বাজার থেকে প্যাকেটবন্দি রসুনের পেস্ট কিনে আনেন।

তবে বাজারের কেনা পেস্ট দিয়ে রান্না করলে তেমন স্বাদ আসে কই? ঝক্কি ছাড়াই অল্প সময়ে রসুন ছাড়িয়ে ফেলা যায়, জানতে হবে সঠিক কায়দা। জেনে নিন, কোন ৩ কৌশল মেনে চললেই দু''মিনিটেই রসুনের খোসা ছাড়ানো সম্ভব। ১) আস্ত রসুন নিয়ে মাইক্রোওয়েভে ৩০ সেকেন্ডের জন্য গরম করে নিন। তার পর রসুনটি বার করে হাতের মাঝে আলতো করে চাপ দিয়ে ঘষে নিন। এতে রসুনের কোয়া একটির থেকে আর একটি আলগা হয়ে আসবে। অতিরিক্ত খোসা ছাড়িয়ে নিন। এ বার এক একটি রসুনের কোয়া হতে নিয়ে ছাড়িয়ে নিন অবশিষ্ট খোসাও। ২) বড় মাপের রসুন হলে কোয়াগুলি ছাড়িয়ে নিন। এ বার একটি প্লাস্টিকের কৌটোয় ভরে ঢাকা বন্ধ করে নিয়ে বেশ কিছু ক্ষণ ঝাঁকিয়ে নিন। কিছু ক্ষণ পরেই দেখবেন যে কোয়া থেকে খোসাগুলি বেরিয়ে আসছে।

জেনে নিন, কোন ৩ কৌশল মেনে চললেই দু''মিনিটেই রসুনের খোসা ছাড়ানো সম্ভব।

৩) একটি রসুনের কোয়া নিয়ে তার উপর অনুভূমিক ভাবে একটি ছুরি রাখুন। এখন শুধু হাতের তালু ব্যবহার করে ছুরির উপর চাপ দিন। রসুন চ্যাপ্টা হয়ে গেলে, কোয়া থেকে খোসা আলাদা হয়ে যাবে সহজেই।

তরুণদের শক্তি এবং সমর্পণ বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাহায্য করবে: ডঃ মনসুখ মান্ডব্য

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট : কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডব্য আজ গুজরাটের আহমেদাবাদে ''ইম্প্যাক্ট উইথ ইয়ুথ কনক্লেভ ২০২৪'-এ মূল বিষয়ের উপর ভাষণ দেন। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের সহযোগিতায় ইউনাইটেড নেশনস ইন্ডিয়া, ইউনিসেফ, ইউনিসেফ এবং এলিক্সির ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে যুবসমাজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ডঃ মান্ডব্য বলেন, 'যুবসমাজ কেবল আগামীর নেতা নয়, আজকের পরিবর্তনের প্রতিনিধিও বটে। আপনাদের শক্তি, আপনাদের উদ্ভাবন ও নিষ্ঠা ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভারত তারুণ্যে উজ্জ্বল একটি দেশ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার তাঁদের ক্ষমতার উপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন ও সর্বোত্তম সুযোগ প্রদানের জন্য সমস্ত প্রয়াস করে চলেছেউ ডিজিটাল প্রযুক্তির রূপান্তরকারী সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে ডঃ মান্ডব্য যুব সম্প্রদায়কে ''মাই ভারত' প্ল্যাটফর্মে নাম নথিভুক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের ভবিষ্যৎকে পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সরকার এই প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। তিনি বলেন, 'আগামী দিনগুলিতে 'মাই ভারত' মঞ্চটি যুবসমাজের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য একটি সামগ্রিক সমাধান হিসাবে কাজ করবে। তথ্য, কর্মজীবনের আবেদন বা ফর্ম জমা দেওয়া, যাই হোক না কেন, এই প্ল্যাটফর্মটি কেবল জাতীয় পর্যায়ে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও উপলব্ধ হবে।" "যুব সংবাদ' শীর্ষক একটি বিশেষ অধিবেশনে ডঃ মান্ডব্য যুবকদের সঙ্গে একটি সংলাপে অংশ নেন। অনেক তরুণ অংশগ্রহণকারী তাদের চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে ওঠার এবং তাদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলি ভাগ করে নেয় এবং সমাজে অর্থবহ অবদান রাখার জন্য তাদের ক্ষমতা ও দৃঢ় সংকল্পকে তুলে ধরে।

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সুস্থায়ী অনুশীলনে যুবসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর "প্ল্যানেট ফর মাদার'' (ীঞ্চনথদ্রন্ঠ৪ থ্রন্দ্রন্ঠত্রন) উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য যুবসমাজকে উৎসাহিত করেছেন। ভারতে ইউনিসেফের প্রতিনিধি এবং ইউনিসেফ ইউ.ওয়াহ. বোর্ডের সহ-সভাপতি মিসেস সিনথিয়া ম্যাকক্যাফ্রে বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডে যুবকদের যুক্ত করার গুরুত্বের উপর জোর দেন।আন্তর্জাতিক যুব দিবস সম্পর্কে: প্রতি বছর ১২ আগস্ট বিশ্বব্যাপী পালিত হওয়া জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক যুব দিবস, বিশ্বের ভবিষ্যত গঠনে যুবকদের গুরুত্বকে তুলে ধরে। এ বছরের প্রতিপাদ্য "ক্লিক থেকে অগ্রগতির দিকে: যুবদের ডিজিটাল পথ সুস্থায়ী উন্নয়নের দিকে", যা মূলত কীভাবে যুব ডিজিটাল পথটি আমাদের বিশ্বকে রূপান্তরিত করছে এবং সুস্থায়ী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার অভূতপূর্ব সুযোগ প্রদান করছে, তা নিয়ে। মোবাইল ডিভাইস, পরিষেবা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ডিজিটাল প্রযুক্তিগুলি সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বঙ্গভবনে শপথ নিলেন নতুন উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম

।। রাজীব দে।।ঢাকা, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীম সরকারের আরেক উপদেষ্টা প্রাক্তন নৌ-কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধা ফারুক-ই-আজম আজ মঙ্গলবার শপথ নিয়েছেন। এদিন বেলা ১১টায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন তাঁকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।

এর আগে গত ৮ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা সহ ১৪ জন উপদেষ্টা শপথ নিয়েছিলেন। তার পর রবিবার (১১ আগস্ট) আরও দুই উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা এবং ডা. বিধানরঞ্জন রায় শপথ নিয়েছেন। দুই উপদেষ্টার মধ্যে সুপ্রদীপ চাকমাকে পার্বত্য মন্ত্রালয় এবং বিধানচন্দ্র রায়কে প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ১৭ উপদেষ্টার মধ্যে অন্যতম উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম যুক্তরাষ্ট্রে থাকার দরুন ৮ আগস্ট শপথ নিতে পারেননি। তিনি রবিবার রাতে দেশে পৌঁছেছেন।

শপথ গ্রহণের পর আজ তাঁকে দফতরও বুঝিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। তবে তিনি কোন দফতর পেতে যাচ্ছেন, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি।বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর দেশজুড়ে নৈরাজ্য পরিস্থিতির মধ্যে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গত বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যাত্রা শুরু হয়।

সংখ্যালঘু নয়, মানুষ নাগরিক হিসেবে অধিকার চাইবেন : মুহাম্মদ ইউনূস

ঢাকা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): নিজেদের সংখ্যালঘু হিসেবে নয়, বরং মানুষ হিসেবে, দেশের নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে সাংবিধানিক অধিকার চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বিভিন্ন হামলার ঘটনায় দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় তিনি এই আহ্বান জানান।ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এমন বাংলাদেশ আমরা করতে যাচ্ছি, যেখানে সবাই এক পরিবার। এটা হলো মূল জিনিস। এখানে পরিবারের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা, বিভেদ করার কোনও প্রশ্নই আসে না। আমরা মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ হিসেবে বিবেচিত নয়; মানুষ হিসেবে বিবেচিত। আমাদের অধিকারগুলি নিশ্চিত হোক। উল্লেখ্য, অশান্ত বাংলাদেশে হিন্দু-সহ একাধিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে। এই আবহে মঙ্গলবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস সে দেশের হিন্দু নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন।

আর জি কর-কাণ্ডে রাজ্যের সময় প্রার্থনায় গুরুত্ব দিলো না হাই কোর্ট

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডে অভিযোগকারীদের যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে রাজ্যের সময় প্রার্থনায় গুরুত্ব দিলো না হাই কোর্ট। এই মামলায় জবাব দেওয়ার জন্য মঙ্গলবার এক দিন সময় চেয়েছিলেন রাজ্যের আইনজীবী। তিনি আদালতে বলেন, "তদন্ত করছে পুলিশ। কিছু লুকিয়ে রাখা হচ্ছে না। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে আরও এক জন জড়িত। এর কোনও সত্যতা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।"

রাজ্যের তরফে আরও বলা হয়, "আমরা বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে প্রস্তুত। তদন্তের রিপোর্টও আমরা দেব। ৩৫-৪০ জনের বেশি লোকের বয়ান নেওয়া হয়েছে। আমাদের সময় দেওয়া হোক। প্রত্যেকের যে যে অভিযোগ রয়েছে, আগামীকাল (বুধবার) সকাল সাড়ে ১০টায় সবার উত্তর দেব।"

তার পরই প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম রাজ্য সরকারের কাছে আর জি কর মামলার কেস ডায়েরি চেয়ে পাঠান। মঙ্গলবার দুপুর ১টার মধ্যে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে স্বেচ্ছায় ছুটিতে পাঠাতে বলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। শুধু তা-ই নয়, সময়ও বেঁধে দিয়েছেন তিনি। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, "বিকেল ৩টে পর্যন্ত সময় দিলাম। এর মধ্যে অধ্যক্ষকে স্বেচ্ছায় ছুটিতে চলে যেতে বলুন। না হলে আমরা নির্দেশ দিতে বাধ্য হব।"

প্রধান বিচারপতি বলেন, ''এটা কীভাবে সম্ভব? সন্দীপ ঘোষ এতই প্রভাবশালী? পদত্যাগ করার চারঘন্টার মধ্যে তাকে ফের দায়িত্ব দেওয়া হল! আপনারা তাঁকে এভাবে পুরস্কৃত করতে পারেন না।"

এর পর প্রধান বিচারপতি ক্ষোভের সুরে বলেন, ''সন্দীপ ঘোষের বয়ান রেকর্ড করেননি কেন? তিনি তো ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান। কেন তাঁকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন? কিছু একটা মিসিং আছে। আজ বিকাল তিনটের মধ্যে সন্দীপ ঘোষকে বলুন ছুটির আবেদন করে লম্বা ছুটিতে যেতে। নাহলে আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেব।"

অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল, পঞ্জাব সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু অনুপ্রবেশকারীর

অমৃতসর, ১৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করলো সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পঞ্জাব সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু হল এক পাক অনুপ্রবেশকারীর। মঙ্গলবার সকালে বিএসএফ জানিয়েছে, সোমবার মধ্যরাতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল এক পাক অনুপ্রবেশকারী।সতর্ক বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তের কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি দেখতে পাওয়া মাত্রই গুলি চালান। পঞ্জাবের তরণ তারন জেলার ডাল গ্রাম সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ওই পাক অনুপ্রবেশকারীর। পরে ওই এলাকায় বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয়।

ট্রেলারের ধাক্কায় মৃত্যু হল মোটরসাইকেল আরোহীর

কোডারমা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): কাজ করতে যাওয়ার পথে মৃত্যু হলো এক মোটরসাইকেল আরোহীর। কোডারমা থানার অন্তর্গত লখিবাগীতে প্রকাশ হোটেলের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার ট্রেলারের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম অর্জুন রানা (৩৮)। তিলাইয়া-তে তিনি মোটরসাইকেলে করে বাড়ি থেকে কাজে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে আসে কোডারমা থানার পুলিশ। তারা এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

সন্দীপ ঘোষ প্রসঙ্গে হাইকোর্টের কড়া অবস্থান

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় মঙ্গলবার আদালতের চাপের মুখে পদত্যাগী অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ। কীভাবে পদত্যাগের চারঘণ্টার মধ্যে নতুন পদে নিয়োগ? কেনই বা তাঁর বয়ান রেকর্ড হয়নি? এমনই একাধিক প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম মামলার কেস ডায়েরি তলব করেন।

প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, দুপুরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেস ডায়েরি জমা দিতে হবে আদালতে। পাশাপাশি সন্দীপ ঘোষের পদত্যাগপত্র এবং নতুন নিয়োগপত্রও দেখতে চান প্রধান বিচারপতি।

সেই সঙ্গে তিনি জানান, এই ঘটনার প্রতিবাদে জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে উচ্চ আদালত। আন্দোলনরত চিকিৎসকদের আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। কারণ, তাঁদেরই এক সহকর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই মন্তব্য প্রধান বিচারপতির।

সর্বোচ্চ মহল থেকে বলা হয়েছিল কাউকে না বলতে, মীমাংসা করে নিতে, আদালতে বিকাশ

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): "পুলিশের তরফ থেকে ফোন করে জানানো হয়েছিলো যে সর্বোচ্চ মহল থেকে বলা হয়েছে, এই ঘটনার মীমাংসা করে নিতে এবং কাউকে না বলতে।"

আর জি করের চিকৎসকের ধর্ষণ ও হত্যা মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার মৃত চিকিৎসকের পরিবারের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে এই সওয়াল করেন। তিনি বলেন, ''প্রথমে পরিবারকে বলা হয় যে আপনার মেয়ে অসুস্থ। পরে বলা হয়, সে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারকে তিনঘন্টা বসিয়ে রাখার পর দেহ দেখতে দেওয়া হয়। আমরা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা জানিয়েছেন যে, এই ঘটনা একজনের দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়।"

মামলার তদন্তভার এখনই সিবিআই-কে দেওয়ার দাবি তোলে পরিবার। মামলাকারীর আইনজীবী প্রতীপ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, ''গতকাল (সোমবার) সকালে প্রিন্সিপাল পদত্যাগ করেছেন, বিকালেই তাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবেই তদন্ত হচ্ছে?'' এসব শুনে প্রধান বিচারপতি কার্যত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রা, শহর পরিক্রমা ডাকঘরের আধিকারিক ও কর্মীদের

জলপাইগুড়ি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): জলপাইগুড়ি প্রধান ডাকঘরে মঙ্গলবার সকালে অনুষ্ঠিত হল হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রা। জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান ডাকঘর থেকে জাতীয় পতাকা হাতে ডাকঘরের সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীগণ যাত্রায় অংশ নিয়ে শহর পরিক্রমা করেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশজুড়ে উৎসাহ-উদ্দীপনায় চলছে হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রা।জলপাইগুড়ি ডিভিশন অফিসের সুপারিটেনডেন্ট অশোক গৌন্দ জানিয়েছেন, ডাকঘর থেকে খুব কম দামে তিরঙ্গা পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এখান থেকে তিরঙ্গা নেয়। দেশের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগরণ এবং তিরঙ্গাকে সম্মান জানানোর লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট নিলাদ্রী বসাক।

আর জি কর মামলার তদন্তের দায়িত্ব থেকে পুলিশ কমিশনার-কে সরানোর আবেদন হাইকোর্টে

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মামলার তদন্তের দায়িত্ব থেকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে সরানোর আবেদন করা হলো হাইকোর্টে। মঙ্গলবার তদন্তের তদারককারি আধিকারিক বিনীতবাবুকে এই মামলা থেকে আপাতত সরানোর পক্ষে এদিন সওয়াল করেন মামলাকারী ফিরোজ এডুলজি। তিনি বলেন, আজ দুপুরেই কেস ডায়েরি জমা দেওয়া হোক। কামদুনি মামলায় যুক্ত ছিলাম আমি। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এই মামলাও কামদুনির পথে এগোবে। ছাড়া পেয়ে যাবে সমস্ত অপরাধী। পুলিশ আধিকারিক বিনীত গোয়েল কামদুনি মামলাতেও ছিলেন। তাঁকে কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠানো হোক। তিনি কামদুনি মামলায় কী করেছেন, আমরা জানি।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালের ৭ জুন, ২০ বছর বয়সী এক কলেজছাত্রীকে অপহরণ, গণধর্ষণ ও খুন করা হয় বারাসাত থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে কামদুনি গ্রামে। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর পর মামলা হাই কোর্ট হয়ে সুপ্রিম কোর্টে গড়ায়। ২০২৪ সালের ২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে হয় মামলার শুনানি। দোষীদের ফের গ্রেফতারির নির্দেশ জারি করতে রাজি হয়নি বিচারপতি গভইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

প্রাপ্য বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে আন্দোলনে ঠিকাদাররা

কাঁথি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার প্রাপ্য বকেয়া অর্থের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ২ নম্বর ব্লকের পঁচেট গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ডেপুটেশন জমা দিল ঠিকাদারেরা। ঠিকাদারদের অভিযোগ, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজে যুক্ত পঁচেট গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠিকাদারেরা ২০২০ থেকে ২০২৩ অর্থবর্ষে বিভিন্ন কাজ ও মালপত্র সরবরাহ করলেও এখনও পর্যন্ত অর্থ পাননি। ঠিকাদারদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের এই প্রাপ্য টাকা না দেওয়ায় চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেন। পঁচেট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুরজিৎ মাইতি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিহারের ঔরাঙ্গাবাদে খালে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই গাড়ি, মৃত্যু ৫ জনের

ঔরাঙ্গাবাদ, ১৩ আগস্ট (হি.স.): বিহারের ঔরাঙ্গাবাদ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৫ জনের। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার নিয়ন্ত্রণহীন একটি গাড়ি সোন খালে উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক-সহ ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দাউদনগরের চমন বিগহার কাছে।মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দাউদনগর থানা এলাকার দাউদনগর-বরুন রোডে চমন বিগহার কাছে একটি সুইফ ডিজিয়ার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যায়, গাড়িতে থাকা ৫ জন জলে ডুবে মারা গিয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঠিক কখন ঘটেছে, সে বিষয়ে জানা যায়নি। পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

বনগাঁ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে কর্মবিরতি, দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবি

বনগাঁ (উত্তর ২৪ পরগনা), ১৩ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে দেশের স্বাস্থ্য মহল। চিকিৎসক, নার্স-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসকরা কর্মবিরতি পালন করেছেন।মঙ্গলবার সকাল ১১ থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত, এক ঘণ্টার কর্মবিরতি হয়। ওই হাসপাতালের চিকিৎসকদের দাবি, প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁরা দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন। চিকিৎসক, নার্স-সহ অন্যান্যরা কর্মবিরতি পালন করেন। তাঁদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'এই লড়াই শুধু চিকিৎসকদের নয়, সমস্ত মানুষের লড়াই, সুস্থভাবে বাঁচার লড়াই।'

ভারত আত্মবিশ্বাসী, আমেরিকায় নির্বাচনে যিনিই জিতবেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পারবে : জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): আমেরিকায় আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যিনিই জিতবেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পারবে ভারত। জোর দিয়ে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। আসন্ন আমেরিকা নির্বাচন এবং ভারত কীভাবে নতুন প্রশাসনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত সে সম্পর্কে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'আমেরিকান ব্যবস্থা নিজেদের জনাদেশ দেবে, আমাদের আস্থা আছে, যেই আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হোক না কেন, তাঁর সঙ্গে আমরা কাজ করতে সক্ষম হব।' ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের বিবর্তন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে মঙ্গলবার এক আলোচনাসভায় বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'এইচ১বি ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক গঠনে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের মতোই কাজ করেছে।'

স্বাধীনতা দিবসে ভোর ৪টে থেকে দিল্লিতে মেট্রো পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): দেশের জাতীয় রাজধানীতে ভারতের ৭৮---তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাতে নাগরিকদের কোনওরকম অসুবিধা না হয় তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিলো দিল্লি মেট্রো। মঙ্গলবার দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন এই বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তাদের তরফে জানানো হয়েছে যে, ১৫ আগস্টে দিল্লির মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে ভোর ৪টা থেকে।

দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন এও জানিয়েছে, সেদিন রাজধানীতে মেট্রো সকাল ৬টা পর্যন্ত সমস্ত লাইনেই ১৫ মিনিট অন্তর চলবে। ওইদিন তারপরের সময়ে অন্যান্য দিনের মতোই নির্ধারিত সময়সূচি মেনে চলবে দিল্লি মেট্রো।

মৎস্যজীবীদের সহায়তায় বিশেষ সরঞ্জাম প্রদান মৎস্য দফতরের

কাঁথি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে কাঁথি মীন ভবনে মৎস্যজীবীদের ইনসুলেটেড বক্স ও ডিজিটাল ওজনযন্ত্র প্রদান করা হয়। সরঞ্জাম বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক উত্তম বারিক, কাঁথি মহকুমা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান তথা কাঁথি ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা আমিন সোহেল, এডিএফ জেনারেল সৌরেন্দ্র জানা, এডিএফ মেরিন সুমন সাহা

হাসপাতালে আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভের মুখে তৃণমূলের দুই প্রভাবশালী নেতা

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): পদত্যাগের পরেই সন্দীপ ঘোষকে কলকাতার অপর হাসপাতালে নিয়োগে ন্যাশনাল মেডিক্যালের পরিস্থিতি উত্তপ্ত। সেটিকে সামাল দিতে গিয়ে মঙ্গলবার হাসপাতালে আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূলের দুই প্রভাবশালী নেতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে মঙ্গলবার সকালে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে যান এন্টালির বিধায়ক তথা সেখানকার রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান স্বর্ণকমল সাহা এবং মন্ত্রী জাভেদ খান। তাঁদের ঘিরে ধরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা। নেতাদের সামনেই নিজেদের আশঙ্কা এবং ক্ষোভের কথা উগরে দেন ন্যাশনাল মেডিক্যালের পড়ুয়ারা। আর জি কর থেকে সদ্য পদত্যাগী সন্দীপ ঘোষকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে কেন 'চাপিয়ে দেওয়া হল', তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা। এক জন বলেন, "আমরা ভয়ে আছি।" আর এক জন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমরা ন্যাশনাল মেডিক্যালকে আর জি কর বানাতে চাই না। ওখানকার আবর্জনা এখানে চাই না।" তার মধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্দীপকে ছুটিতে পাঠাতে বলেন। প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল মেডিক্যালের অধ্যক্ষ অজয়কুমার রায়কে সোমবার বিকেলে বদলি করা হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনে। সেখানে তিনি ওএসডি হিসাবে কাজ করবেন। ওই পদ অধ্যক্ষের সম পদমর্যাদারই। মঙ্গলবার তিনি ন্যাশনাল মেডিক্যালে যান। তাঁকে ঘিরে কোনও বিক্ষোভ দেখাননি পড়ুয়ারা। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সুপার ছিলেন সঞ্জয় বশিষ্ঠ। সদ্য তাঁকে বদলি করা হয়েছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে। তিনি সেখানে অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের তোপ ছিল তাঁকে ঘিরেও। তাঁদের প্রশ্ন, অযোগ্যদের কেন ন্যাশনাল মেডিক্যালে পাঠানো হবে?

সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়ার সময় পিছোনোয় প্রতিবাদ বিকাশের

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): "কেন সিবিআইকে দেওয়ার জন্য আরও সময় দেওয়া হবে?'' মঙ্গলবারের শুনানিতে সেই প্রসঙ্গ টেনে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, তাঁর আশঙ্কা, তথ্য নষ্ট হতে পারে।

সোমবার সকালে নিহত চিকিৎসকের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা বলেন পরিবারের সঙ্গে। সঙ্গে ছিলেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলও। পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়েও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, পুলিশি তদন্তের সময়সীমার কথা। জানিয়ে দেন, রবিবারের মধ্যে তদন্তের কিনারা না হলে, এই ঘটনার তদন্তভার সিবিআইকে দিয়ে দেওয়া হবে।

এই রবিবার পর্যন্ত তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবারই আন্দোলনকারীরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মঙ্গলবার আদালতে তাঁদের সুরেই সওয়াল করেন বিকাশবাবু। এ দিন কলকাতা হাই কোর্টে হাজির হন আর জি কর হাসপাতালের মৃত মহিলা চিকিৎসকের বাবা। সোজা চলে যান প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের এজলাসে। সেখানে তখন চলছিল আর জি কর-কাণ্ডে দায়ের হওয়া একাধিক জনস্বার্থ মামলার শুনানি। সেখানেই মৃতার বাবা আর্জি জানান, আদালতের হস্তক্ষেপে তাঁর মেয়ের খুনের ঘটনার তদন্ত করা হোক। তার পরই মৃতার পরিবারকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি।

আর জি করের ঘটনায় তোপ অধীরের, বললেন এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। মমতা বান্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে নিশানা করে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'রাজ্য সরকার সক্ষম নয় এবং অভিযুক্তদের সাহায্য করতে চায়।'মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তবে সরকার এখনও দ্বিধায় রয়েছে।

মঙ্গলবার বিধায়ক রতন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে হর ঘর তিরঙ্গা নিয়ে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

Page-3 and 5.pmd 2 13-08-2024, 09:39

পরিবহণ মন্ত্রী

● আটের পাতার পর

জাগ্রত করতে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। রাজ্য সরকার এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। যার সুফল এ রাজ্যের মানুষ পাচ্ছেন। কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবহণ ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিবহণ দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ভেহিক্যাল র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় নাগেরজলার ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাস স্ট্যান্ডে এসে সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে এই ভেহিক্যাল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ভেহিক্যাল র‍্যালিতে বিভিন্ন ধরণের যানবাহন অংশ নেয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক, টিআরটিসি''র চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, পরিবহন দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া, বিশেষ সচিব সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ।

বিশেষ র‍্যালি

● আটের পাতার পর

অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা রেলিতে অংশগ্রহণ করেন। রেলিটি ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। রেলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মেয়র বলেন ,দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন গত দু''বছর আগে।

এবছরও তৃতীয়বারের মতো এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে সারাদেশে। দেশকে স্বাধীন করার জন্য যারা জীবন বলিদান দিয়েছেন এবং বর্তমানেও যারা দেশের অখন্ডতা রক্ষার জন্য কাজ করে চলেছেন তাদের প্রতি যথার্থ সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যই এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মেয়র।

কংগ্রেস

● আটের পাতার পর

অপরদিকে কংগ্রেস দল দুটি জেলা পরিষদ আসন, আটটি পঞ্চায়েত সমিতি আসন এবং ১৩৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে, একটি জেলা পরিষদ আসন, সাতটি পঞ্চায়েত সমিতি আসন এবং ১৩৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে জয়লাভ করেছে সিপিআইএম। এখনো পর্যন্ত গণনায় প্রধান বিরোধী দল থেকে এগিয়ে আছে কংগ্রেস।

ছাত্রের

● আটের পাতার পর

পড়ে। তাতে বাইকে থাকা তিন বন্ধু রাস্তায় ছিটকে পড়ে। এলাকাবাসীরা বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। সাথে সাথে তারা জিরানিয়া দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা তাদের উদ্ধার করে জিরানিয়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের মধ্যে খরাং দেববর্মাকে(২০) মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দুইজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

হাসিনার বার্তা

● প্রথম পাতার পর

বরণ করেছেন তাঁদের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শহীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

গত জুলাই মাস থেকে আন্দোলনের নামে যে নাশকতা, অগ্নি সন্ত্রাস ও সহিংসতার কারণে অনেকগুলি তাজা প্রাণ ঝরে যাচ্ছে। ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ এমন কি অন্তঃসত্তা নারী পুলিশ, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক সেবী, কর্মজীবী মানুষ, আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মী , পথচারী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যারা সন্ত্রাসী আগ্রাসনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের প্রতি শোক জ্ঞাপন করছি এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

স্বজনহারা বেদনা নিয়ে আমার মত যারা বেঁচে আছেন তাদের প্রতি সহমর্মিতা জানাই। আমি এই হত্যাকান্ড ও নাশকতার সাথে জড়িতদের যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনে যে নারকীয় হত্যার ঘটনা ঘটেছিল সেই স্মৃতি বহনকারী বাড়িটি আমরা দুই বোন বাংলার মানুষকে উৎসর্গ করেছিলাম। গড়ে তোলা হয়েছিলো স্মৃতি জাদুঘর। দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশ বিদেশের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই বাড়িতে এসেছেন। স্বাধীনতার স্মৃতিবহনকারী এই জাদুঘরটি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে স্মৃতিটুকু বুকে ধারণ করে আপনজন হারাবার সকল ব্যথা বেদনা বুকে চেপে রেখে বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার লক্ষ্য নিয়ে প্রিয় দেশবাসী আপনাদের সেবা করে যাচ্ছি। তার শুভ ফল ও আপনারা পেতে শুরু করেছেন। বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। আজ তা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। আর যে স্মৃতিটুকু আমাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন ছিল তা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে। চরম অবমাননা করা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি, যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মমর্যাদা পেয়েছি আত্মপরিচয় পেয়েছি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। লাখো শহীদের রক্তের প্রতি অবমাননা করেছে। আমি দেশবাসীর কাছে এর বিচার চাই।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনাদের কাছে আবেদন জানাই যথাযথ মর্যাদার সাথে ভাব গম্ভীর পরিবেশে জাতীয় শোক দিবস ১৫ই আগস্ট পালন করুন। বঙ্গবন্ধু ভবনে পুষ্প মাল্য অর্পণ ও দোয়া মোনাজাত করে সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাংলাদেশের মানুষের মঙ্গল করুন ।খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

শেখ হাসিনা।

জেলাশাসক

● প্রথম পাতার পর

প্লেন্টেশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির তরফে ২০২০ সালে আদালতে একটি মামলা করে।

এই জায়গাটির মূল্য ছিল তিন কোটির অধিক, বর্তমানে সুদ সমেত এই জায়গার দাম ৫ কোটি টাকার অধিক হয়েছে। দীর্ঘদিন মামলাটি চলার পর জুলাই মাসের ৩০ তারিখ আদালতের এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জর্জ উক্ত মামলার রায় ঘোষণা করেন। আদালতের নির্দেশে সোমবার বিকেলে সিপাহীজলা জেলাশাসকের অফিসে জমি অধিগ্রহণ সংগৃহীত অফিসটি সিল করে দেন।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

করেন বিপ্লব দেব। এদিনের বিজয় উতসব থেকে সকল বিজেপি কর্মী ও জয়ী প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, শহর থেকে গ্রামে সর্বত্র বিজেপি দলের উপর আস্থা রয়েছে সাধারণ নাগরিকের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জিলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে সার্টিফিকেট তুলে দিলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৭জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট তুলে দেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৭জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার নির্বাচিত জেলা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা শাসক ডক্টর কিরণ কুমার বলেন, পশ্চিম জেলার সার্বিক উন্নয়নে জেলা পরিষদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে জেলা প্রশাসন কাজ করবে। কোথাও কোন ধরনের সমস্যা থাকলে জনপ্রতিনিধিরা জেলা প্রশাসনের নজরে আনবেন এবং জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এদিন জেলাশাসক আরো বলেন, প্রশাসনিক কাজকর্ম করতে গিয়ে অজান্তে ভুল ত্রুটি হতেই পারে। এসব ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে প্রশাসনকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন জেলাশাসক। তিনি আরো জানান, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানপর্ব শেষ হওয়ার পর শীঘ্রই জেলা পরিষদের সদস্য সহ প্রত্যেককে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করানো হবে।

কোটি টাকার নেশা সামগ্রী সহ আটক এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে উদ্ধার কোটি টাকার নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট। আটক জাহানারা বেগম নামে এক মহিলা পাচারকারী। ধৃতের বাড়ি বক্সনগরে।

যাত্রীবাহী ট্রেনে করে নেশা জাতীয় সামগ্রী রাজ্যে নিয়ে আসার প্রবণতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিলচর-আগরতলাগামী ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে এক মহিলার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। আটক মহিলার নাম জাহানারা বেগম। বাড়ি সোনামুড়া মহকুমার বক্স নগরে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অসমের পাথারকান্দি থেকে শিলচর -আগরতলাগামী যাত্রীবাহী ট্রেন থেকে মহিলাকে আটক করে পুলিশ তার তল্লাশি চালালে উদ্ধার হয় কুড়ি হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট। এই অভিযানে ছিল ধর্মনগর থানা, জিআরপিএফ ও আরপিএফ। আটক মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের মূল পান্ডাকে জালে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: আবারো নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল আমতলী থানার পুলিশ। ফুলতলী মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে নেশা সামগ্রী সহ এক মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ। আমতলী থানার অন্তর্গত ফুলতলী মতিনগর এলাকায় যেন নেশা ব্যবসায়ীদের জন্য এক মুক্তাঞ্চল হিসাবে গড়ে উঠেছে।

মঙ্গলবার সকালে আমতলী থানার ওসি রঞ্জিত দেবনাথ এর নেতৃত্বে থানার সেকেন্ড অফিসার শোভারানী তেলি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা ফুলতলী মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৯৮ গ্রাম নেশা জাতীয় ব্রাউন সুগার সহ গৌরি দেবনাথ নামে এক মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

ঘটনার খবর পেয়ে থানায় ছুটে আসেন আমতলী এসডিপিও শংকর চন্দ্র দাস। এস ডি পিও জানিয়েছেন অভিযুক্ত গৌরী দেবনাথ এর স্বামী কৃষ্ণ দেবনাথও এনডিপিএস মামলার অভিযুক্ত। সেই মামলা চলাকালীন অবস্থায় তার স্ত্রী গৌরী দেবনাথ বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী সহ আটক হল পুলিশের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী গুলির আনুমানিক বাজার মূল্য ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা। পুলিশ অভিযুক্ত গৌরী দেবনাথকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ একটি এনডিপিএস মামলা নথিভুক্ত করেছে। বুধবার তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

বসে আকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৩ আগস্ট: কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসন, পুর পরিষদ এবং ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে কচি কাঁচাদের মধ্যে মঙ্গলবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

হাতে আর মাত্র একদিন। তারপরই দেশজুড়ে পালিত হবে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে মঙ্গলবার কুমারঘাটে কচিকাঁচা অঙ্কন শিল্পীদের মাঝে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করলো কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসন, স্থানীয় পুর পরিষদ এবং ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি। কুমারঘাটের টাউন হলে পাঁচটি বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ের উপর হয় প্রতিযোগীতা।

প্রায় ছয় শতাধিক পড়ুয়া অংশ নেয় এই প্রতিযোগীতায়। প্রতিযোগিতার শেষে বিভিন্ন স্থানধিকারিদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির সম্পাদক অপাংশু দেব। প্রতিযোগীতাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

জোরদার হবে। এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবার পর থেকে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছে বিজেপি। তারপর থেকে শাসক দল বিজেপির আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা বিরোধীদলের কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছেন। সিপিএমের প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলে বাধা দিয়েছিল। ফলে সিপিএমের একাধিক কর্মী আহত ও একজন নিহত হয়েছিলেন ।তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের পূর্বেই রাজ্যের প্রায় ৭১ শতাংশ আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। তারপরও ভোট গ্রহণের দিন ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ভোটারদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তেমনি, ভোট গণনার দিনও শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা রাজ্যের সন্ত্রাসের বাতাবরণ কায়েম করে রেখেছিলেন। বিভিন্ন ব্লকের গণনা কেন্দ্রে বিরোধীদলের কর্মীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। তাঁর আরও অভিযোগ, পূর্বেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে কাছে আবেদন করার পরও বিরোধীদলের এজেন্টদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। ফলে ভোটের ফলাফলের দিন করুণ পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। গতকাল রাজনগর, কাকঁড়াবন, তেপানিয়া, কদমতলা, কাঠাঁলিয়া, যুবরাজনগর, চন্ডিপুর ব্লকে বিরোধী দলের এজেন্টদের জোর পূর্বক গণনা কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, অনেকটি আসনে বিরোধীদলের প্রার্থীরা জিতছেন দেখে ফলাফল ঘোষণা করতে দিচ্ছিলেন না শাসক দলের কর্মীরা। এবিষয়ে একাধিক বার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সাথে কথা হয়েছে। গতকালই কমিশনকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন রাজ্যে সন্ত্রাস রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে নি। এদিন তিনি আরও বলেন, কাঁঠালিয়ায় গননা কেন্দ্রে বিজেপি সন্ত্রাসীদের প্রাণঘাতী হামলায় আহত হয়েছেন সিপিআইএমের নেতা কর্মীরা। বর্তমানে তারা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। তাঁর কথায়, রাজ্যে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সংগঠিত হলে বিজেপি ২০ শতাংশ আসনেও জয়লাভ করা অসম্ভব ছিল। কারণ, পঞ্চায়েতের আসনগুলি জবরদখল করে নিয়েছে বিজেপি। তারা রাজ্যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছে। আগামীদিনে বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরদার করে তুলে হবে।

যান দুর্ঘটনায় নিহত এক আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ আগস্ট: ফের যান দুর্ঘটনায় শান্তিরবাজার ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় স্কুটি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন এক এবং আহত হয়েছেন তিনজন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় শান্তিরবাজার ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় টিআর০৮-এফ-৮০৪৪ নাম্বারের স্কুটি দুর্ঘটনার কবলে পরে। স্কুটিটি ব্রীজের সাইড ওয়ালে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় স্কুটিচালক জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে গিয়ে আহত হয়। তার পাশাপাশি একই জায়গায় আরো দুইজন পথচারী আহত হয়।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা দুর্ঘটনাগ্রস্থ ব্যক্তিকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতলে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুর্ঘটনাগ্রস্থ ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষনা করে। জানা যায় মৃত যুবক শান্তিরবাজারের পুরপরিষদের ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বনিক। বিশ্বজিৎ বনিক রেষ্টুরেন্ট চালিয়ে উনার পরিবার চালাতেন। বিশ্বজিৎ বনিক মৃত্যুকালে দুই ছেলে, মা ও সহধর্মীনিকে রেখে গেছেন। বিশ্বজিৎ বনিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা।

আগামীকাল মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে আসবে মৃত্যুর আসল রহস্য। দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: লেম্বুছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পেছন দিক থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম অজয় দেববর্মা(২০), পিতা সমির দেববর্মা। তাঁর বাড়ি শংকর সেনাপতি পাড়া এলাকায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এসডিপিও বিজয় সেন, ওসি লেফুঙ্গা সহদেব দাস, ওসি লেম্বুছড়া ফাঁড়ি সহ পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হয়েছে।

মিছিল থেকে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, রাজ্যে শিক্ষা এবং শিক্ষক দুটোর ওপর আক্রমণ আনা হয়েছে ২০১৮ সালের পর থেকে। বাজার থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে যেভাবে উদয়পুরে স্বনামধন্য শিক্ষককে বেধড়ক মারধর করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই ঘটনার সঙ্গে শাসক দল বিজেপির যোগসূত্র রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তার কথায় অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়েছেন বাম নেতা।

একই সঙ্গে দিন শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে এ মিউচুয়ালটি শুরু হয়ে সিটি সেন্টার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে জনৈক শিক্ষক বলেন, যেভাবে উদয়পুরের খ্যাতনামা শিক্ষক অভিজিৎ দে কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে শিক্ষক সমাজ। এদিন মুখে কালো কাপড় বেঁধে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে শিক্ষক সমাজ।

বাংলাদেশের নিহত সাংবাদিকদের স্মরণে কালো ব্যাজ পরিধানের আহ্বান রাজ্যের সকল সাংবাদিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: বাংলাদেশে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনায় পাঁচ জন সাংবাদিক নিহত এবং বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। এছাড়া অর্ধশতাধিক সাংবাদিককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইসব ঘটনা মুক্ত সাংবাদিকতার পরিপন্থী। ত্রিপুরার বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়।

অবিলম্বে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবে ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সংগঠনগুলো। সে দেশে ভয়মুক্ত পরিবেশে যাতে আগের মতো সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন এবং কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন না হয়, সেই ব্যাপারে যথার্থ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে নিহত সাংবাদিকদের স্মরণে বুধবার কালো ব্যাজ ধারণ করার জন্য রাজ্যের সব সাংবাদিকদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে বিভিন্ন জার্নালিস্ট সংগঠনের তরফে।

পুনরায় ভোট গণনার দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য পথ অবরোধে সামিল মথার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: খোয়াই ব্লকের দুটি পঞ্চায়েতে ভোট গণনা হয়নি। পাশাপাশি, গণনা কেন্দ্র থেকে তিপরা মথার কর্মীদের জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন মথার কর্মীরা। পর্রবতী সময়ে খোয়াই থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ পুনরায় ভোট গণনার দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বেলফাং এলাকায় খোয়াই- আগরতলা সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন তিপরা মথার কর্মীরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

ঘটনার বিবরণে রামচন্দ্রঘাটের তিপরা মথার সহ সভাপতি রঘু কুমার দের্ববমা জানিয়েছেন, গতকাল রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। খোয়াই ব্লকের অধীনে ৫টি পঞ্চায়েত রয়েছে। যার মধ্যে গতকাল গণনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ৫টি ব্লকের মধ্যে দুটি ব্লকে গণনা হয়নি বলে অভিযোগ করেন তাঁর। আরও অভিযোগ, ভোট কেন্দ্রে মথার কর্মীদের শাসক দলের কর্মীরা জোরপূর্বক বের করেদিয়েছেন।পর্বতী সময়ে খোয়াই থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ এরই প্রতিবাদে মথার কর্মীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য খোয়াই-আগরতলা সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধহয়েপড়ে। তাদের দাবি, ওই দুটি আসনে পুনরায় গণনা করা হোক।

স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানের মহড়ায় অসুস্থ স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: আসাম রাইফেলস ময়দানে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানের মহড়ায় অসুস্থ বেশ কয়েকজন ছাত্রী। আজ মহড়া চলাকালীন শিশু বিহার স্কুল এবং তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ধারণা করা হচ্ছে, তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে তারা অসুস্থ হয়েছে। সাথে সাথে শিক্ষকরা তাদেরকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। ওই ঘটনায় গোটা হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আসাম রাইফেল ময়দানে শিশু বিহার স্কুল, আগরতলা তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রস্তুতি চলছিল। ওই সময় বেশ কয়েকজন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এ বিষয়ে শিশু বিহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস। এরই অঙ্গ হিসেবে বেশ কিছু দিন যাবৎ স্কুল থেকে প্রায় ৩৫ জন ছাত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বলে আসাম রাইফেল ময়দানে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আজ একই ভাবে স্কুলের বেশ কয়েকজন ছাত্রী উপস্থিত ছিল। কিন্তু প্রস্তুতি চলাকালীন প্রায় একের পর এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাথে সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রথমে একহন ছাত্রীকে আর্মি হাসাপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রায় সাতজন ছাত্রীকে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে চারজনকে ভর্তি করানো হয়েছে। বাকি তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের দাবি, ডিহাইড্রেশনের কারণে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

জনৈকা অসুস্থ ছাত্রী জানিয়েছেন, আসাম রাইফেল মাঠে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। বেশ কিছু দিন যাবৎ তাদের রিহার্সাল চলছিল। কিন্তু আজ প্রস্তুতি চলাকালীন শিশু বিহার স্কুল, আগরতলা তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাথে সাথে উভয় স্কুলের শিক্ষকরা তাদের আগরতলা আইএম হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

ধন্যবাদ

● প্রথম পাতার পর

রাজীব ভট্টাচার্যকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন উপস্থিত থেকে প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সকল দলীয় কর্মী, মনোনীত প্রার্থী ও নেতৃত্বদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সোমবার ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর দেখা গেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬, ৩৭০ টি আসনের মধ্যে ৫, ৬৯৭টি আসনে জয় লাভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা। অর্থাৎ ছয়শো ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫৮৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করেছে। মূলত ৯৬ শতাংশ আসনে জয়ী হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা।

অপরদিকে ৩৫ টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ৩৪ টি পঞ্চায়েত সমিতির দখল করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থীরা। অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতির ৪২৩ টি আসনের মধ্যে ৪০৬ টি আসনে জয় পেয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা। সার্বিকভাবে লক্ষ্য করা গেছে পঞ্চায়েত সমিতির ৯৭ শতাংশ আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। অপরদিকে আটটি জেলা পরিষদের মধ্যে সবকটি জেলা পরিষদে জয়ী হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা। সার্বিকভাবে ১০০ শতাংশ জয় পেয়েছে জেলা পরিষদের আসনে। অর্থাৎ ১১৬ টি আসনের মধ্যে ১১৩ টি আসনেই জয় পেয়েছে বিজেপি। এর জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও ২০২২ সালে প্রথমবার "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচি পালন করা হয়। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্য এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এবারও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযানে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন বিদ্যালয়, সামাজিক সংগঠন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে জাতীয় পতাকা নিয়ে আজ

সকালে তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযান বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস" এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পাথেয় করে রাজ্যকে সামনের সারিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার সচেষ্ট। জাতি, জনজাতি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্পর্কের মেলবন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে সরকার সচেষ্ট। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, ক্রীড়া সহ বিভিন্ন দপ্তরের জনস্বার্থে রূপায়য়িত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়েছে। সম্প্রতি নীতি আয়োগের বৈঠক এবং মুখ্যমন্ত্রীদের কনক্লেভেও ত্রিপুরা প্রশংসা লাভ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৬টি জাতীয় সড়ক করা হয়েছে। যেখানে আগে মাত্র ১টি ছিল । আরও ৪টি জাতীয় সড়ক নির্মানের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। পর্যটনেও রাজ্যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রাজ্যে পর্যটকদের সংখ্যাও বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে ড্রাগ মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে জিরো টলারেন্স নীতিগ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড্রাগ মুক্ত রাজ্য গঠনে রাজ্য সরকারের পাশে থেকে সহযোগিতা করতে ছাত্রছাত্রী সহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মধ্যশিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা। অনুষ্ঠানে "হর ঘর তিরঙ্গা" সেলফি পয়েন্টে ছবি তুলেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বিশ্রামগঞ্জের সেন্ট জেভিয়ার্স ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ব্যান্ড প্রদর্শন করে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে রাজ্যে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। আজ উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিরঙ্গা র‍্যালির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

উল্লেখ্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী পতাকা নেড়ে এই র‍্যালির উদ্বোধন করেন। র‍্যালিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ছাড়াও আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা তপন কুমার দাস, ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ প্রমুখ অংশ নেন। তিরঙ্গা র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, আরক্ষা কর্মী সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের দেশ মাতৃকা রক্ষায় শপথ বাক্য পাঠ করান ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। র‍্যালিটি উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করেন।

তিরঙ্গা র‍্যালির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও গত দুই বছর সফলভাবে "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রাজ্যবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধের ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে এবছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী যখনই কোন কিছুর আহ্বান জানান তা দেশবাসী উৎসাহের সঙ্গে পালন করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়েই রাজ্যে "৭৫ সীমান্তগ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম" ও "মেরা মাটি মেরা দেশ" কর্মসূচি সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে। এইসব দেশাত্মবোধক ভাবনা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব বলে মুখম্যন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচি পালনের মধ্যদিয়ে রাজ্যকে সার্বিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ নেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, দেশ রক্ষায় যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবছর রাজ্যে ৯-১৫ আগস্ট "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযানে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে তিরঙ্গা যাত্রা, তিরঙ্গা রানস এন্ড ম্যারাথনস, তিরঙ্গা কনসার্ট, তিরঙ্গা ক্যানভাস, তিরঙ্গা প্লেজ, তিরঙ্গা ট্রিবিউট, তিরঙ্গা মেলা ও তিরঙ্গা সেলফি। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই কর্মসূচিগুলি পালন করা হচ্ছে।

ক্রীড়াঙ্গন

বীরেন্দ্র, নাইন বুলেটস-এর ম্যাচ দিয়ে আজ থেকে নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

পয়েন্ট তালিকা : বি ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
কল্যাণ সমিতি	৭	৬	১	০	৩২-১১	১৮
স্কাইলার্ক	৭	৫	১	১	১৭-৭	১৬
স্পোর্টস স্কুল	৭	৪	২	১	১৯-১৩	১৩
পুলিশ আর সি	৭	৩	২	২	১৮-১৩	১১
মৌচাক	৭	২	০	৫	১৩-১৪	০৯
বীরেন্দ্র ক্লাব	৭	২	৪	১	১৫-২৪	০৭
আরসিসি	৭	১	৪	২	৭-১৮	০৫
নবোদয় সংঘ	৭	০	৭	০	১০-৩১	০০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট। বীরেন্দ্র ক্লাব এবং নাইন বুলেটস এর ম্যাচ দিয়ে প্রথমবারের মতো ফ্লাড লাইটে নক আউট শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা হচ্ছে আগামীকাল। এবারকার আসরে নকআউট পর্যায়ের সবকটি ম্যাচই হবে ফ্লাডলাইটে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। শুরু হবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে। নির্ধারিত সময়ের খেলা অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হলে তা ফয়সালার জন্য পেনাল্টি শুট আউটের দিকেও গড়াতে পারে ম্যাচ। প্রতিটি ম্যাচেই থাকবে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কার। ম্যাচের শেষে মাঠেই বিজয়ী কে পুরস্কৃত করা হবে। আগামীকাল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। কিক অফ করবেন প্রাক্তন ফুটবলার বাবুল দেব। আগামীকাল উদ্বোধনী ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাব নাইন বুলেটস- এর ম্যাচের পর ১৬ আগস্ট দ্বিতীয় ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ও টাউন ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১৭ই আগস্ট ত্রিবেণী সংঘ খেলবে জুয়েলস এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। ১৮ আগস্ট ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ম্যাচ। ১৯ ও ২০ আগস্ট কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের পর ২২ ও ২৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। গত বছরের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল হিসেবে যথাক্রমে এগিয়ে চলো সংঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব সরাসরি সেমিফাইনাল পর্যায়ে খেলবে। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২৬ আগস্ট।

আরসিসি-কে হারিয়ে ৩য় স্পোর্টস স্কুল ট্রফি বিতরণ করে বি-ডিভিশন সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচ ছিল। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল জয় পেলো। ঘরোয়া বি ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হলো। ম্যাচের শেষে মাঠেই এবারকার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হলো। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া বি-ডিভিশন লীগ ফুটবলের অন্তিম ম্যাচ তথা এনএসআরসিসি ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের খেলা দিয়ে আজ মঙ্গলবার এবারকার টুর্নামেন্টের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকাল সাড়ে তিনটায় খেলা শুরুতেই দুদলের মধ্যে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলতে থাকে। উদ্দেশ্য একটাই ছিল, শেষ ম্যাচে জয় পেয়ে ঘরে ফেরা। প্রথমার্ধে গোল শূন্য ড্র, দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় আরও কিছুটা তেজিভাব এনে দেয়। তবে প্রথম ১০ মিনিটেই ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের আক্রমণভাগের খেলোয়াররা ম্যাচের মূল্যবান কাজটুকু সেরে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এনএসআরসিসি-র ফুটবলাররা নিজেদের সেট করতে না করতেই সাত মিনিটের মাথায় বিলাস দেববর্মা এবং তার তিন মিনিট বাদে বিমল রিয়াং পর পর দুটো গোল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ২-০ তে লিড এনে দেয়।

পরবর্তী সময়ের খেলাতে দুদলের আক্রমণভাগের ফুটবলারদের মধ্যে গোলমুখী তীক্ষ্ণ নজর চোখে পড়লেও তৃতীয় গোলের সন্ধান দু দলের কেউ দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বিলাস, বিমলের জোড়া গোলে স্পোর্টস স্কুল জয় ছিনিয়ে ঘরে ফেরে। খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিজিত এনএসআরসিসি-র চীরং দেববর্মাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, জামাল হোসেন, সুশান্ত দাস ও লিটন সাহা। যদিও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন রানার্সের হিসাব আগেই মিটে গেছে। তবুও এই জয়ের সুবাদে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল আরও একধাপ এগিয়ে এবারের টুর্নামেন্টে তৃতীয় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। খেলা শেষে মাঠে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এবারকার বি-ডিভিশন লিগ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন কল্যাণ সমিতির খেলোয়ারদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

সঙ্গে দেওয়া হয় প্রাইজ মানিও। তবে রানার্স খেতাবধারী স্কাইলার্ক কিন্তু আজ, মঙ্গলবার অনিবার্য কারণে ট্রফি গ্রহণ করতে আসেনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রনব সরকার সহ অন্যান্যরা চ্যাম্পিয়ন কল্যাণ সমিতির খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেন। টিএফএ-র সকল কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্যারিস অলিম্পিকে ক্রিকেট নেই, ছিল ক্রিকেটের ছোঁয়া

প্যারিস, ১৩ আগস্ট (হি.স.): এবারের প্যারিস অলিম্পিকে ক্রিকেট ছিল না। তবে অলিম্পিকে ক্রিকেট থাকবে ২০২৮ সাল থেকে। তবে প্যারিসে ক্রিকেট না থাকলেও ছিল পরোক্ষভাবে ক্রিকেটের ছোঁয়া। এমন কিছু অ্যাথলিট প্যারিসে এসেছিলেন যারা কেউ এক সময় ক্রিকেট খেলতেন, কেউ ক্রিকেট পরিবারের সদস্য, আর কেউবা প্রাক্তন ক্রিকেটারের সন্তান। এই সব অ্যাথলিটদের মধ্যে এবার প্যারিসে তিনজন জিতেছেন পদক।

রাই বেঞ্জামিন: রাই বেঞ্জামিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার উইনস্টন বেঞ্জামিনের ছেলে। পুরুষদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে সোনা জিতেছেন আমেরিকার রাই বেঞ্জামিন। ছিলেন ছেলেদের ৪শ্র৪০০ মিটার রিলে সোনা জয়ী দলেও। টোকিও অলিম্পিকেও তিনি জিতেছিলেন একটি সোনা ও একটি রুপো।

আরশাদ নাদিম: অলিম্পিক ইতিহাসে পাকিস্তানকে প্রথম ব্যক্তিগত বিভাগে সোনার পদক এনে দিয়েছেন এই জ্যাভেলিন থ্রোয়ার আরসাদ নাদিম। এই নাদিম-এর উপমহাদেশের অন্য অনেকের মতো খেলাধুলার শুরু ক্রিকেট দিয়ে। ছোটবেলায় ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবল এবং টেবিল টেনিসও খেলতেন নাদিম। এক পর্যায়ে তার পেশাদার ক্রিকেটার হওয়ার দিকেও ঝোঁক ছিল। তবে অ্যাথলিট কোচ রশিদ আহমেদ সাকির চোখে পড়ার পর জ্যাভেলিনেই মন দিতে হয় নাদিমকে।

ব্রেন্ডন স্টার্ক: অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্কের ভাই ব্রেন্ডন স্টার্ক। অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার হাই জাম্পার দলের সদস্য ছিলেন। প্যারিসে অবশ্য ব্রেন্ডন কোনও পদক জিততে পারেননি। গ্রুপ বি-র কোয়ালিফাইং পর্ব শেষ করেছিলেন ষষ্ঠ হয়ে।

রাজিন্দ্র ক্যাম্পবেল: অলিম্পিকে ছেলেদের শট পুটে ব্রোঞ্জ জিতেছেন জ্যামাইকার হয়ে রাজিন্দ্র ক্যাম্পবেল।

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender in 02(two) bid system (i.e. Technical bid & Financial bid) is hereby invited for finalized of rate contract for the"Hiring of 01(one) no. Maruti ECO - CNG,(Commercial) vehicle use for day to day Office work like academic, Research Project and examination related and Dak duty along with University related works of Agartala Government Medical College & GBP Hospital, Agartala" for a period of 01(one) year. subject to certain terms & conditions vide file NO.F.6(1-45)AGMC/P&P/College/Office Vehicle/2021-2022. The last date of receiving tender is date 02 / 0,9 /2024 at 4:00PM in the office of the Medical Superintendent & Head of Department, AGMC&GBP Hospital, Agartala and date of opening of tender is 03 / 9 / 2024 at 3:00PM, if possible. The terms & conditions for the same may be collected free of cost from www.agme.nic.in ,A.G.M.C. Agartala prior to the last date of submission of the NIT.

ICA/C-1113/24

A.G.M:C & G.B.PHOSPITAL,AGARTALA.

PNIe-T NO:- 17/EE-1/2024-25, Dated 09/08/2024

The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 09-09-2024 for 02 (Two) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. "Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C/1118/24

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

CORRIGENDUM (AGAINST PNIcT No. OG/PNIe /DWS/BLLN/2024-25)

Due to un-avoidable circumstances: the following modification has been made against tender having Tender Id: 2024_CEDS 0274_1 & DNIeT No: 02/CE/PWD(DWS)/2024-25 published in the website wien tripuratenders. gov. Gt ON 28.06.2024 ayainst PNIeT No. 06/PNIeT/ DWS/BLN/2024-25 circulated vide this office Memo, No. F.7(10)/EE/D WS/BLN/2430-90, Dt: 27.06.2024 & its subsequent Memo No. 710) EE/DWS/BLN/3626-85, Dated: 23.07.2024.
ended upto 3.00 P.M. on 28" August, 2024.
© Last date & time of opening of technical bid is extended upto 3.30 P.M on 28!" August, 2024 (if possible).
All other terms and conditions of the said PNIT will remain un-changed.

ICA/C-1119/24

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.

Executive Engineer
DWS Division Belonia
Belonia, South Tripura

NOTIFICATION FOR SPOT ROUND ADMISSION

Date:09/08/2024

A spot round admission into 18 Semester of 6(six) Semester Diploma courses for Academic Session 2024-25 will be conducted by the Gomati District Polytechnic, Fulkumari Udaipur on 16/08/2024 and 17/08/2024 to fill-up the vacant seats, Candidates, who have passed 10! standard examination (Madhyamik or Equivalent) from any recognized Board and resident of Tripura, may apply for admission against the vacant seats,

Sl. No.	Branch	Category-wiseVacant seats		
		UR	ST	SC
1	Civil Engineering	Nil	03	07
2	Electrical Engineering	Nil	18	09
3	Computer Science & Technology	Nil	12	03

Interested eligible Candidates shall feport to the Institute with documents (PRTC, 10" Exam Admit, Marksheet, Cast Certificate) in original & one set Photocopy of those documents, Passport size photo and admission fee of total Rs.4011/- only.
Candidates must report to the Institute on those days by 11:00AM; positively.
In case of any dispute during the admission process, the decision of the Institute will stand final,
For any clarification candidates May visit the Convener, Admission Committee of this Institute or call helpline no.: 9862174543, 7005180613, 7005044498
For necessary updates always visit Institute website https://www.gdp.ac.in 5A \e

ICA/D-615/24

[Dr. Tamojay Deb}
Principal-in-Charge
Gomati District Polytechnic

ইউরোপিয়ান ফুটবলের নতুন মরসুম শুরু হচ্ছে দ্রুত

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিকের উন্মাদনা শেষ। এবার ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবল। ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগের মধ্যে ১৫ আগস্ট সবার আগে মাঠে গড়াবে স্প্যানিশ লিগ লা লিগা। একদিন পর, ১৬ আগস্ট শুরু হবে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। আর ২৪ আগস্ট থেকে শুরু হবে জার্মান লিগ বুন্দেসলিগা। কমিউনিটি শিল্ডের প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। এবার আসছে উয়েফা সুপার কাপ। রিয়াল মাদ্রিদ এবং ইতালিয়ান ক্লাব আটালান্টা মুখোমুখি হবে এই ম্যাচে। পোল্যান্ডে ১৫ আগস্ট রাত ১টায় হবে এই ম্যাচ স্প্যানিশ লা লিগা মাঠে গড়াবে ১৫ আগস্ট। অ্যাথলেটিক বিলবাও এবং গেতাফের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে স্প্যানিশ লিগের নতুন মরসুম। বার্সেলোনা মাঠে নামবে ১৮ আগস্ট।

প্রতিপক্ষ ভ্যালেন্সিয়া। আর রিয়াল মাদ্রিদ প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৯ আগস্ট, রিয়াল মায়োর্কার বিরুদ্ধে। ১৬ আগস্ট শুরু হচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। প্রথম ম্যাচেই ফুলহ্যামের মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। একই দিনে মাঠে নামবে লিভারপুল এবং আর্সেনাল। ১৮ আগস্ট হাইভোল্টেজ ম্যাচে উত্তাপ ছড়াবে চেলসি ও ম্যানচেস্টার সিটি। ১৭ আগস্ট শুরু হবে ইতালিয়ান লিগ সিরি আ। প্রথম দিনেই বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলানের প্রতিপক্ষ জেনোয়া। এসি মিলান খেলবে ১৮ তারিখ। আর ইতালিয়ান ফুটবলের সফলতম ক্লাব জুভেন্টাস মাঠে নামবে ২০ আগস্ট। একইদিনে লে হার্ভে এবং প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ফ্রান্সের লিগ ওয়ান। সবার শেষে ২৪ আগস্ট মাঠে গড়াবে বুন্দেসলিগা। লেভারকুসেন নামবে প্রথম ম্যাচেই। তাদের প্রতিপক্ষ বুরুশিয়ার মুনশেনগ্লাডবাখ। আরেক দল বুরুশিয়া ডর্টমুন্ডকেও দেখা যাবে সেদিনই। গত আসরে শিরোপা জিততে না পারা বায়ার্ন মিউনিখ মাঠে নামবে ২৫ আগস্ট।

স্বাধীনতা দিবসে দিল্লিতে প্যারিস অলিম্পিক দলের সঙ্গে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতা দিবসের দিন প্যারিস অলিম্পিক দলের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন। জানা যাচ্ছে, সম্ভবত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রী দুপুর ১টা নাগাদ ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ১১৭ ভারতীয় ক্রীড়াবিদ। প্যারিস অলিম্পিকে ভারত ৬টি পদক জিতেছে। এদিন অলিম্পিকে বিতর্কিত কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগাট থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।সম্ভবত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না রুপো জয়ী নীরজ চোপড়ার পক্ষে। কারণ, প্যারিস অলিম্পিক শেষ হলেও এখনই দেশে ফিরছেন না নীরজ চোপড়া। তাঁকে ছাড়াই মঙ্গলবার দেশে ফিরছে ভারতীয় দল। পর পর দুটি অলিম্পিকে পদক জয়ী এই অ্যাথলিট নিজের কুঁচকির চোট সারাতে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে প্যারিস থেকে যাচ্ছেন জার্মানিতে। উল্লেখ্য তাদের কৃতিত্বের পর ইতিমধ্যেই প্যারিসে পদক বিজয়ীদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

টিএফএ-র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বি-ডিভিশন ফুটবল লীগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারি তথা বি ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি তপন সাহা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অর্থাৎ অংশগ্রহনকারী সমস্ত দল, ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশন, রাজ্য আরক্ষা দফতর, মেডিক্যাল টিম, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সমস্ত ক্রীড়া সাংবাদিক সহ সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী, ফুটবল শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। আগামীতে সবাই এভাবেই সহযোগিতার হাত ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের দিকে বাড়িয়ে দেবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।

রেফারি এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে যোগ দিলেন আলভারেজ

ম্যানচেস্টার, ১৩ আগস্ট (হি.স.): শেষ পর্যন্ত সোমবার রেকর্ড দামে অ্যাটলেটিকোতে যোগ দিলেন আলভারেজ। গত কয়েকদিনে তার দল বদল নিয়ে আলোচনা চলছিল, তা নিশ্চিত হয়ে গেল। ম্যান সিটি ছেড়ে জুলিয়ান আলভারেজ যোগ দিলেন স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে। ২৪ বছর বয়সি এই আর্জেন্টাইনের জন্য মাদ্রিদের খরচ হল বোনাস—সহ প্রায় সাড়ে নয় কোটি ইউরো! সিটির কোনও খেলোয়াড়—এর জন্য দামের রেকর্ড এটি। আলভারেজের সঙ্গে মাদ্রিদের চুক্তি হয়েছে ৬ বছরের। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে রিভার প্লেট ছেড়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিয়েছিলেন আলভারেজ। সিটিজেনদের হয়ে ১০৩ ম্যাচে করেছেন ৩৬টি গোল। সিটির হয়ে ট্রেবল জয়ের স্বাদ পেয়েছেন তিনি। আর গত মরসুমে লিগ শিরোপা জিতেছেন এই আর্জেন্টাইন।

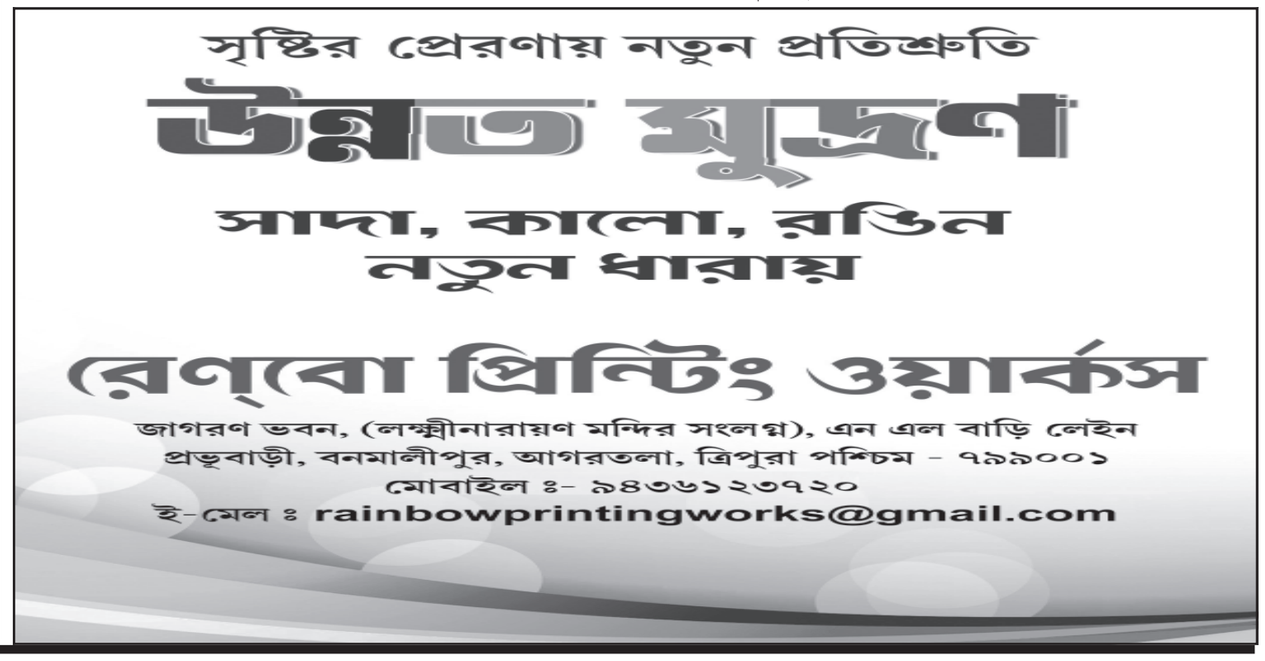

দেশের সার্বভৌমত্বকে সবাই মিলে রক্ষা করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: দেশের আগামী প্রজন্মের মধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনাকে বাড়িয়ে তুলতে ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালে দেশব্যাপী হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের সূচনা করেছিলেন। দেশের সার্বভৌমত্বকে সবাই মিলে রক্ষা করতে হবে।

মঙ্গলবার আগরতলার লিচুবাগানস্থিত এলবার্ট এক্কা পার্কে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে বীর সৈনিক শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা এলবার্ট এক্কা স্মৃতি সৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস, সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য্য, বিপিন দেববর্মা, মুকুল চন্দ্র রায় প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ রক্ষায় যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি সম্মান জানানোর লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী প্রজন্মকে এই বীর শহীদদের কথা সর্বদা স্মরণ করতে হবে। শহীদদের পথ অনুসরণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দেশ রক্ষায় শহীদ এলবার্ট এক্কার আত্মবলিদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ভ্রাতৃত্ববোধ।

মুখ্যমন্ত্রী শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর প্রসঙ্গে ''৭৫ সীমান্ত গ্রাম, ক্রান্তি বীরো কে নাম'' এবং ''মেরা মাটি, মেরা দেশ'' কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন রাজ্যের বর্তমান সরকার দেশপ্রেমের দৃষ্টিভঙ্গিকে পাথেয় করে মানুষের স্বার্থে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। এই সরকার প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মৃত শিক্ষকের বাড়িতে গেলেন সুদীপ বর্মণ বিচারের দাবিতে থানা ঘেরাও কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: মৃত শিক্ষক অভিজিৎ দের বাড়িতে গেলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। পরবর্তীতে রাধাকিশোরপুর থানা ঘেরাও করে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা।

উল্লেখ্য, গত ৮ই আগস্ট রাত সাড়ে আটটা উদয়পুরের স্বনামধন্য শিক্ষক অভিজিৎ দে কে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় সংকর কর্মকার ওরফে শঙ্কু, তার পরে প্রচন্ডভাবে তাকে মারধোর করা হয়। শঙ্কুর সঙ্গে থাকা আরও বেশ কয়েকজন মিলে অভিজিত দে কে প্রচন্ডভাবে মারধর করে পরবর্তী সময়ে অভিজিতের স্ত্রী কে ও ডেকে নিয়ে মারধর করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১০ই আগস্ট অভিজিৎ দে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে।

মঙ্গলবার কংগ্রেস দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন মৃত অভিজিৎ দের বাড়িতে ছুটে যান। সঙ্গে ছিলেন গোমতী জেলার কংগ্রেসে সভাপতি টিটন পাল সহ দলীয় নেতৃত্বরা। সেখানে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন মৃত অভিজিৎ দের স্ত্রীর সঙ্গে সেদিন এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। পরে সাংবাদিকদের সামনে বিধায়ক বলেন, সারা রাজ্যে একটা অরাজকতা চলছে। স্বজনহারা কান্না সান্তনা দেবার ভাষা নেই। মিথ্যা অভিযোগে টাকার বিনিময়ে অভিজিৎ কে মার্ডার করা হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বিধায়ক। তিনি বলেন, মৃত্যুর আগে অভিজিৎ এর সাথে ৩০ লক্ষ টাকা চেয়েছেন কর্মকার পরিবার। এটাই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। বিধায়ক অভিযোগ করে বলেন পুলিশ এখনো ঘটনায় একজনকেও গ্রেফতার করে কেন তাকে পুলিশ রিমান্ডে আনল না।

পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস দলের গোমতী জেলা সভাপতি টিটন পালের নেতৃত্বে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা রাধা কিশোর পুর থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। দাবি করা হয় অভিযুক্ত আসামিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। অথবা আগামী দিনও থানা ঘেরাও কর্মসূচি বহাল রাখবে কংগ্রেস দল।

স্বাধীন ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের শপথ নিতে হবেঃ পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট : স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্যে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদেরকে আমরা স্মরণ করছি। স্বাধীন ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের আজ শপথ নিতে হবে। আজ নাগেরজলাস্থিত ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতি বাস স্ট্যান্ডে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে ভেহিক্যাল র‍্যালির উদ্বোধন করে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসি মুখে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের প্রতি সম্মান জানাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরিবহণ মন্ত্রী আরও বলেন, আগামী প্রজন্মের নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেতার দাপটে রোজগার বন্ধ হওয়ার অভিযোগ আত্মহত্যার চেষ্টা অটোচালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: খোয়াই এলাকায় এক প্রভাবশালী নেতার দাপটে এক গাড়ি চালকের রোজগার বন্ধ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। ফলে বিষপান করে আত্মহত্যা চেষ্টা করে ওই অটোচালক। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, খোয়াই এলাকায় এক প্রভাবশালী নেতার কোনো এক বিষয়কে কেন্দ্র করে অটো চালক বিশ্বজিৎ দেবনাথকে গাড়ি চালাতে না করে। তাতে তার রোজগার বন্ধ হয়ে পড়ে। রুজিরোজগার বন্ধ করে দেওয়ার কারণে বিষপান করে আত্মহত্যা চেষ্টা করেন বিশ্বজিৎ। সাথে সাথে পরিবারের সদস্যরা তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যু সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ওই অটো চালক।

অক্ষমতা নয় সামর্থ্য দেখুন - এই মন্ত্রকে পাথেয় করে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট : অক্ষমতা নয় সামর্থ্য দেখুন - এই মন্ত্রকে পাথেয় করে সমাজে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারিদের (দিব্যাঙ্গজন) নিয়ে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিদ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সামাজিক সংস্থা এবং রেভা''র সহযোগিতায় ১৩ আগস্ট সকাল ১১টায় ওই প্রতিযোগিতাটি সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় তিনটি গ্রুপে ক্ষমতার উপর নির্ভর করে মোট ৩০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলের হাতে আগামী ১৫ আগস্ট মানপত্র তুলে দেওয়া হবে।

আর.এম.এস চৌমুহনীস্থিত পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন বিদ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কার্যালয়ে এই মহতী আয়োজনে অংশীদার হওয়ার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ৭৮তম স্বাধীনতার দিবসের প্রাক লগ্নে এই উদ্যোগ সমাজের বিশেষ অংশের ছেলেমেয়েদের কাছে এক স্বর্গীয় অনুভূতির ছোঁয়া দিতে সক্ষম হয়েছে। সেই সাথে নতুন আঙ্গিকে আগামীর বার্তা দিয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট : নিমন্ত্রণ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দূর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে আরও দুই জন। বর্তমানে আহতরা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে বন্ধুর বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ শেষে বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে চম্পকনগর কলাবাগান এলাকায় দূর্ঘটনার কবলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ আগস্ট: শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে দুইটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে। এতে আহত হয়েছেন একজন।ঘটনার বিবরনে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেল আনুমানিক ৩টায় শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে টিআর-০৮-ডি-৯২৬৮ নাম্বারের বাইক ও টিআর-০৮-৮৭৮৯ পালসার বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এতে করে টিআর০৮-ডি-৯২৬৮ নাম্বারের বাইক চালক জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে গিয়ে আহত হয়।দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। ধারনা করা হচ্ছে অসাবধনতার কারনে ও বেপরোয়াভাবে দ্রুতগতিতে বাইক চালানোর ফলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি হলো উত্তর জোলাইবাড়ীর বাসিন্দা মরন নমঃ।

আজ নিজ বিধানসভা তথা ৭-রমনগর বিধানসভায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে এক সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য মোটর সাইকেল র‍্যালিতে অংশ গ্রহণ করেন পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোটে জয় বিজেপির বিরোধী দল থেকে এগিয়ে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সমস্ত আসনের ফলাফল এখনও ঘোষণা করা না হলেও, ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি স্পষ্টতই গ্রামীণ সংস্থাগুলিতে তার আধিপত্য বজায় রেখেছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি ১১৬টি জেলা পরিষদ আসনের মধ্যে ১১৩টি আসনে জয়লাভ করেছে। যার ফলে ৯৭ শতাংশেরও বেশি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি দল। পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে মোট ৪২৩টি আসনের মধ্যে ৪২০টি আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। যার মধ্যে বিজেপি ৪০৪টি আসন জিতেছে এবং ৯৬ শতাংশের বেশি আসনে জয় লাভ করেছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতে, বিজেপি মোট ৬২৪১টি আসনের মধ্যে ৫৮৮৩টি আসন জয়লাভ করেছে। ৮৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের এখনও ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি। উল্লেখ্য, প্রায় ৭০ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। বাকি ৩০ শতাংশ আসনে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের অভাবে অতিষ্ঠ বিলোনিয়াবাসী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ আগস্ট: গত চার দিন ধরে বিলোনিয়া মহকুমার অধীনে ঋষ্যমুখ ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটির মোটর পাম্পের জটিলতা দেখা দেওয়ায় জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না। এলাকাবাসী প্রবল পানীয় জলের কষ্ট ভোগ করছেন। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বিকল হয়ে থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের জলের সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

এই নিয়ে এলাকার জনগণ বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও সমস্যা সমাধানে দপ্তর এখনো পর্যন্ত কোনো সমাধান করে উঠতে পারে নি। যদিও দপ্তর থেকে বিকলপাম্পগুলিকে সংস্কার করার জন্য দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সমাধান সূত্র মেলেনি। দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মোটরের চাপ অত্যধিক হওয়ায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও দপ্তরে কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে দ্রুত জল সরবরাহ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। প্ল্যান্ট থেকে জল সরবরাহ না হওয়ায় এলাকায় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এখন দেখার বিষয় দপ্তর কি ভূমিকা পালন করে।

১০ জন বাংলাদেশি নাগরিক সহ এক ভারতীয় টাউট গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: যৌথ অভিযানে বিএসএফ কর্তৃক ১০ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং ১ জন ভারতীয় টাউটকে আটক করা হয়েছে।বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার হেড কোয়াটার থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার বিএসএফ মানব পাচার প্রতিরোধ ইউনিট এবং গোয়েন্দা ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরার আমতলি এবং ডুকলি এলাকা থেকে সন্দেহজনকভাবে মত ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। প্রথমে একজন শিশু সহ ৪ জন মহিলাকে আটক করেছে বিএসএফ আধিকারিকরা।

পরবর্তীতে আরো ৬ হয় বাংলাদেশী নাগরিক সহ একজন ভারতীয় টাউটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।প্রথমে তারা জাল ভারতীয় আধার কার্ড দেখালেও পরে তারা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে তারা বাংলাদেশী নাগরিক। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রয়েছে।

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান ঃ আসাম রাইফেলস এর তিরঙ্গা বাইক মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: ৭৮—তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম এর চেতনায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দ্যেশে আসাম রাইফেলস আজ রাজ্যের গোমতী জেলার উদয়পুরে এক তিরঙ্গা বাইক রেলির আয়োজন করে। এই বাইক মিছিলে অংশ নেন মোট ৭০ জন বেসামরিক নাগরিক এবং ৪০ জন আসাম রাইফেলস জওয়ানউ উদয়পুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে এই মিছিল শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করেউ সেনা ও সাধারণ নাগরিকদের এই মিসর বাইক মিছিল শহরের নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ উতাহের সঞ্চার করেউ জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম ও ঐক্যের ভাবনাকেও গেঁথে দেয় এই তিরঙ্গা মিছিলউ রাস্তার দুপাশে দাঁড়ানো নাগরিকরা বাইক চালকদের উৎসাহের সাথে শুভেচ্ছা জানায়। আসাম রাইফেলস এক প্রেস বার্তায় জানায়, হর ঘর তিরঙ্গার জাতীয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁদের এই অভিনব যাত্রা, যা সবার মধ্যে জাতীয় পতাকার প্রতি গর্বের অনুভূতি তৈরি করতে এবং নাগরিকদের মধ্যে একতার মনোভাব সঞ্চারে ভূমিকা নিয়েছে।

ভস্মীভূত বিদ্যালয় তদন্তে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ আগস্ট: রাস্তার বেহাল দশার কারনে এলাকায় ঢুকতে পারেনি অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ি। যার ফলে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে গোটা বিদ্যালয়। ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুর মহারানী কৃষ্ণভক্ত এসবি স্কুলে।মঙ্গলবার বিদ্যালয়েটি পরিদর্শনে গেছেন এলাকার বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। তিনি বলেন, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরকে খবর দেওয়া হলে সঠিক সময় দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এলেও আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। কেননা বিদ্যালয়ের যে রাস্তাটি রয়েছে সেটির বেহাল দশা। যার ফলে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়িটি ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ি আসতে আসতে গোটা বিদ্যালয় আগুনে ঝলসে গেছে। অবিলম্বে রাস্তাটি কেন এত তাড়াতাড়ি ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক। এছাড়াও বিদ্যালয়টি সাড়াই এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি সংশ্লিষ্ট মোহাম্মদপুর থানাকে এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। পুলিশের গুলিতে মুদি দোকানের মালিক আবু সাঈদের মৃত্যুর ঘটনায় এ মামলাটি দায়ের করেন আমীর হামজা নামের এক ব্যক্তি।

মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরীর আদালত এ আদেশ দেন। এর আগে বাদী এস এম আমীর হামজার জবানবন্দি গ্রহণ করেন বিচারক। বাদীপক্ষের আইনজীবী আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন- আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার ও গোয়েন্দা শাখার প্রধান মো. হারুন অর রশীদ, ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান ও ডিএমপির সাবেক যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার। পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মকর্তাদের এই মামলায় আসামি করা হয়েছে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, সম্প্রতি সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা মিছিল সমাবেশ করে। শান্তিপূর্ণ মিছিলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। এতে বহু ছাত্র-জনতা নিহত ও আহত হন। ১৯ জুলাই মোহাম্মদপুরে বসিলার ৪০ ফিট এলাকায় ছাত্র-জনতা শান্তিপূর্ণ মিছিল সমাবেশ করছিল। সেখানেও পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। রাস্তা পার হওয়ার সময় স্থানীয় মুদি দোকানদার আবু সায়েদ মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। পড়ে স্থানীয়রা তার লাশ গ্রামের বাড়ি পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার মাড়োয়া বামনহাট ইউনিয়নে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। যেহেতু নিহত আবু সায়েদের গ্রামের বাড়ি সুদূর পঞ্চগড়ে এবং তার পরিবার অত্যন্ত গরীব। তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারছেন না। এ কারণে সচেতন নাগরিক হিসেবে আমীর হামজা এ মামলার আবেদন করেন।

৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে হর-ঘর-তিরঙ্গা উপলক্ষে বিশেষ র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: আগরতলা পুর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উপলক্ষে মঙ্গলবার এক বর্ণাঢ্য রেলির আয়োজন করা হয়। রেলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র বিধায়ক দীপক মজুমদার। দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগরতলা পৌরনিগমের প্রতিটি ওয়ার্ড এলাকায় হরঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার পৌর নিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে বেলুন উড়িয়ে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর সহ এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।